শু'আবুল ঈমান

ঈমানের শাখাসমূহ

ইমাম বাইহাকী

শু'আবুল ঈমান

[ঈমানের শাখাসমূহ]

ইমাম বাইহাকী

শু'আবুল ঈমান

[ঈমানের শাখাসমূহ]

মূল

ইমাম বাইহাকী

(আবু বাক্‌র আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আলী বাইহাকী)

সংক্ষিপ্তকরণ ও সম্পাদনা

ইমাম উমার ইবনু আবদুর রহমান আল কাযভিনী

অনুবাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশনায়
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-843-023-1

প্রথম প্রকাশ
রবিউস সানী ১৪২৭
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩
জুন ২০০৬

শব্দ বিন্যাস : মাওলানা ফরিদ উদ্দীন
আহসান কম্পিউটার
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা।

প্রচ্ছদ
গোলাম মাওলা

মুদ্রণ
মীম প্রিন্টার্স
কাঁটাবন, ঢাকা

বিনিময় ঃ ষাট টাকা মাত্র

Shu'abul Iman written by Imam Baihaqui translated by Muhammad Khalilur Rahman Mumin and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Complex Dhaka-1000 1st Edition June 2006 Price Tk. 60.00 only.

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ - وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ مُحَمَّدُ الْمَبْعُوْثِ اِلَى الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ - وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ - وَصَحْبِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَاُمَّتِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَاَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে আমাদের নেতা, অভিভাবক, যিনি নিজ এলাকায় অনন্য ব্যক্তিত্ব, আল্লাহ্র অন্যতম নসীহতকারী বান্দা, যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, কালের বিস্ময়, দীন ও মিল্লাতের সূর্য মুহাম্মদ ইবন আল কাশিম ইবন আবিল বাদর ইবন আল মালিহী আল মিযযী ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ওয়ায়েয থেকে। আল্লাহ্ তাঁর সফলতাকে আরও বাড়িয়ে দিন। তাঁকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ দান করুন। তিনি ওয়াসিত থেকে বাগদাদ পর্যন্ত বিভিন্ন আলিমের কাছে বেশ কিছু চিঠি লিখেছিলেন একথা জানার জন্য যে, ঈমানের মোট শাখা কয়টি– সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের আলোকে। সেখানে আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "ঈমান ষাট কিংবা সত্তরের চেয়ে কিছু বেশী শাখায় বিভক্ত। তার মধ্যে সর্বোত্তম (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কিংবা সর্বোচ্চ অথবা সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ) হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই) একথার ঘোষণা দেয়া। আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোন জিনিস সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি অংশ।"[১]

---

১. এ হাদীসটি সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ আরও বর্ণিত হয়েছে– মুসনাদ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, সুনান আবু দাউদ, সুনান আন-নাসাঈ, সুনান ইবন মাজা এবং ইবনু হিব্বান প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে আবু হুরাইরা (রা) থেকে। তাবারানী তাঁর আল-আওসাত গ্রন্থে আবু সাঈদ (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। –গ্রন্থকার

ইমাম বলেন, তারা তাদের জ্ঞানের শেষ পরিধি পর্যন্ত চেষ্টা করে বিস্তারিত জানিয়েছেন। বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সম্পর্কেও। আমি সেগুলো যত্নের সাথে সাজাতে থাকি।

এরই মধ্যে সুদীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। বিভিন্ন সময় সেসব বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সবগুলো বিষয় একত্রে সাজানোর পর তা ছয় খণ্ডের বিশাল গ্রন্থের রূপ নিলো। আমি খুঁটিনাটি বিস্তারিত বিষয়ই সেখানে এনেছি, যা ইতোপূর্বে এভাবে আর কেউ আনেনি। তারপর বিভিন্ন শিরোনামে ভাগ করে তা সাজিয়েছি, যেন প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুব সহজেই বের করা যায়। তাছাড়া প্রতিটি আয়াতের বরাত দিয়েছি, যাতে আল-কুরআনে খুঁজতে অসুবিধা না হয়।

প্রতিটি বিষয়ে প্রথমে কুরআনুল কারীমের আয়াত, তারপর সহীহ সনদে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসসমূহ, তারপর বিভিন্ন ঘটনাবলী ও প্রমাণাদি, এইভাবে প্রতিটি বিষয়কে সাজিয়েছি। যেসব হাদীস আমার নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছি সেগুলোতে 'বায়হাকী' কথাটি উল্লেখ করিনি। পুরো কিতাবের বিষয়কে আমি মোট ৭৭ ভাগে বিভক্ত করে ঈমানের ৭৭টি শাখা নামে অভিহিত করেছি।

বিনীত

আবু বাক্‌র আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আলী আল-বাইহাকী

ঈমানের শাখাসমূহ

শাখা-১. আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ ـ

"আর মুমিনরা প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৮৫)
আরও বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ ـ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখো।' (সূরা আন নিসা : ১৩৬)

সহীহ্ আল-বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে[২] হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন–

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ نَفْسَهٗ وَمَالَهٗ اِلاَّ بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ ـ

"যতক্ষণ মানুষ এ সাক্ষ্য না দেবে যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই', ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি। কাজেই যে ব্যক্তি স্বীকার করে নেবে যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই' সে আমার থেকে তার জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করে নিল। তবে শরী'আহ্‌সম্মত কোনো কারণ ঘটলে তা ভিন্ন কথা। আর তার (কৃতকর্মের) হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র কাছে।"

উসমান (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলন করা হয়েছে। তাতে নবী করীম (সা) বলেছেন–

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

"যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস নিয়ে মারা যাবে– 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩]

---

২. ইমাম বুখারী যাকাত অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম ঈমান অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩. সহীহ্ মুসলিম, 'যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর ইন্তিকাল করবে সে জান্নাতী' অনুচ্ছেদ, ঈমান অধ্যায়।

শাখা-২, ৩, ৪. রাসূলগণের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি ও আল-কুরআনের উপর ঈমান

ঈমানের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ বা শাখা হচ্ছে নবী-রাসূল, ফেরেশতা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ -

'এবং সকল মুমিন– আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ এবং নবীদের উপর ঈমান আনে।'[৪]

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস– যা হাদীসে জিবরাঈল নামে খ্যাত– সেখানে জিবরাঈল (আ)-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে–

اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ -

'ঈমান হচ্ছে– আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর তোমার ঈমান আনয়ন।'[৫]

---

৪. সূরা আল-বাকারা : ২৮৫।

৫. হাদীসটি সহীহ্ আল-বুখারীতে আবু হুরাইরা (রা) থেকে এবং সহীহ্ মুসলিমে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। পুরো হাদীসটি নিম্নরূপ–
'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছিলাম। একজন লোক এলেন। তার পরনের কাপড় ছিলো সাদা ধবধবে, মাথার চুলগুলো ছিলো কাল কুচকুচে। তিনি অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছেন, দেখে এমন মনে হলো না, কিন্তু আমরা কেউ তাকে চিনলাম না। এসে নিজের হাঁটুদ্বয় নবী করীম (সা)-এর হাঁটুদ্বয়ের সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন। দু'হাত নবী করীম (সা)-এর উরুর উপর রাখলেন। তারপর বললেন– হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন– ইসলাম হলো তুমি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহ্ পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। তার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম, কী আশ্চর্য! প্রশ্নও করছেন আবার সত্যায়িতও করছেন। তারপর বললেন– আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ঈমান হচ্ছে– তুমি আল্লাহ্, ফেরেশ্তা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের ভালোমন্দের ব্যাপারে ঈমান রাখবে। আগন্তুক বললেন– আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন– আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে বলুন। নবী করীম (সা) বললেন, ইহ্সান হচ্ছে– তুমি আল্লাহ্কে দেখছো এই অনুভূতি নিয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করবে। যদি তাকে নাও দেখ মনে করবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন। এবার আগন্তুক বললেন, কিয়ামত সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি (উত্তরদাতা) বেশী কিছু জানেন না।

কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনার সাথে সাথে আল-কুরআনের উপর ঈমান আনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ـ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং সেই কিতাবের (কুরআনের) প্রতিও যা তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন, সেই সাথে আগে যেসব কিতাব নাযিল হয়েছিল সেগুলোর প্রতিও।'[৬]

শাখা-৫. তাকদীরের প্রতি ঈমান

ভালো হোক কিংবা মন্দ, সবকিছুই যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত এ কথার উপর ঈমান রাখা। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ـ

'বলুন, সবকিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।'[৭]

সহীহ্ আল-বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে– (নবী করীম সা. বলেছেন) 'একবার আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিলো। মূসা (আ) বললেন– হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন। আদম (আ) বললেন– আপনি তো মূসা! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কথা বলে আপনাকে সম্মানিত করেছেন। লিখিত কিতাব (তাওরাত) দিয়েছেন। আপনি কি এমন বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করছেন যা আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ

তিনি বললেন, আমাকে এর কিছু নিদর্শন সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন– দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। খালি পা উদাম গা এরূপ দরিদ্র মেষের রাখালদেরকে অট্টালিকা নির্মাণে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত দেখতে পাবে। আগন্তুক প্রস্থান করলেন। আমিও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন– উমার! তুমি কি জানো প্রশ্নকারী কে? বললাম– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। নবী করীম (সা) বললেন, তিনি জিবরাঈল, তোমাদেরকে তোমাদের দীন শেখাতে এসেছিলেন। – সহীহ্ মুসলিম

৬. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৩৬।

৭. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৭৮।

বছর আগে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন? আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিতর্কে বিজয়ী হলেন।'[৮]

জুনাইদ ইবনু আহমদ আত্‌তাবারী থেকে বর্ণনা পরম্পরায় আবু বকর আল বাইহাকী নিম্নোক্ত কবিতাটি জানতে পেরেছেন।

নিয়তি নির্ধারিত বলে স্রষ্টার প্রতি
মানুষের কত না অভিযোগ,
সময়ের পরিবর্তনে সবকিছুই যাবে হারিয়ে
রবে না কোনোই সুযোগ।
ভালো মন্দ রিযিক দৌলত সবকিছু সে তো
মহান স্রষ্টারই হাত
তবু নিন্দুকেরা কেবল তাঁরই নিন্দা করে
চলছে দিন রাত ॥

শাখা-৬. আখিরাতের প্রতি ঈমান

আখিরাত বা পরকালের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখাও ঈমানের অংশ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

'তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ্ ও পরকালকে বিশ্বাস করে না।'[৯]

হুলাইমী[১০] বলেন, অবশ্যই একদিন এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। একদিন একদিন করে মূলত পৃথিবী সেই দিনটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যা হঠাৎ করে এসে হাজির হবে। সেই দিনটিকে পাশ কাটানোর কোনো উপায়ই নেই। সহীহ্ আল বুখারী ও

---

৮. হাদীসটি সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে তাকদীর অধ্যায়ে 'আদম ও মূসা-এর বিতর্ক' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. সূরা আত তাওবা, আয়াত : ২৯।

১০. পুরো নাম আল হুসাইন ইবনু আল হাসান হুলাইমী (হি-৩৩৮-৪০৩)। শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। ইমাম বাইহাকীর শিক্ষক। তার অন্যতম গবেষণা হচ্ছে 'আল মিনহাজ ফী শু'আবুল ঈমান'। ইমাম বাইহাকী এই গ্রন্থটির অনুকরণেই 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থটি রচনা করেন। টীকা– ইমাম কাযভিনী।

শাখা-১১. মনে সদা আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত থাকা

মনে সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত থাকাও ঈমানের আরেকটি অংশ। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَلاَ تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

'তোমরা যদি মুমিন-ই হয়ে থাক, তাহলে তাদেরকে নয় আমাকেই ভয় কর।'[১৯]

فَلاَ تَخْشَوُ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ـ

' তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর।'[২০]

وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ـ

'আর ভয় কেবলমাত্র আমাকেই কর।'[২১]

অন্য জায়গায় আল্লাহ্‌ভীতিকে মুমিনের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ـ

'তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।'[২২]

وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ ـ

'তারা ভয় ও আশা নিয়ে আমাকে ডাকতো এবং তারাই ছিলো আমার কাছে বিনয়ী।'[২৩]

যারা আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ ـ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে, এই ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে (জান্নাতে) দুটো বাগান।'[২৪]

---

১৯. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮২।

২০. সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৪৪।

২১. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ৪০।

২২. সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত : ২৮।

২৩. সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত : ৯০।

২৪. সূরা আর রাহ্‌মান, আয়াত : ৪৬।

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ ـ

'যারা আমাকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে এ মর্যাদা।'[২৫]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আদী ইবনু হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقٍّ تَمْرَةٌ ـ

'তোমরা এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো।'[২৬]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لِضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ـ

'আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে।'[২৭]

একবার এক ব্যক্তি তার বন্ধুকে জোরে জোরে কাঁদতে দেখে ভর্ৎসনা করলেন, কিন্তু তিনি বিরত না হয়ে কেঁদেই চললেন। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন–

'আমি কাঁদি কারণ, আমার গুনাহ্ অনেক
যারা গুনাহ্গার তাদের প্রত্যেকেরই কাঁদা উচিত।
যদি আমি নিশ্চিত হতে পারতাম, দুঃশ্চিন্তা আমার
দূর করে দেবে ক্রন্দন–
তাহলে কেঁদে কেঁদে চোখ দিয়ে ঝরাতাম রক্ত।'

অন্য এক কবি বলেছেন–

'কি করে মানুষ ঘুমায় নিশ্চিন্তে সে কি জানে না
ভয়াবহ এক সময় অপেক্ষমান সম্মুখে তার?
যে জানে সে তো অলক্ষে সবার
সিজদায় কাটায় প্রহর, ছেড়ে আরামের বিছানা।'

---

২৫. সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ১৪।

২৬. সহীহ্ আল বুখারী, যাকাত অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, যাকাত অধ্যায়।

২৭. মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজা।

শাখা-১২. আল্লাহ্‌র প্রতি সু-ধারণা রাখা

আল্লাহ্‌র প্রতি সু-ধারণা রাখা এবং তাঁর রহমতের প্রত্যাশী হওয়াও ঈমানের অন্যতম অংশ। মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ ـ

'তারা আল্লাহ্‌র করুণা প্রত্যাশী আবার তাঁর শাস্তির ভয়েও ভীত।'[২৮]

আরও বলা হয়েছে–

اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

'অবশ্যই আল্লাহ্‌র রহমত সচ্চরিত্র লোকদের কাছাকাছি রয়েছে।'[২৯]

সূরা আয-যুমারে বলা হয়েছে–

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

'আপনি বলে দিন, (মহান আল্লাহ্ বলেন) হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের সাথে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছো তারা আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান।'[৩০]

তবে শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর মত আর কাউকে যেন অনুরূপ সত্তা ও গুণাবলীর অধিকারী মনে না করা হয়। ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرِكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ

'আল্লাহ্ কেবল শির্‌কের গুনাহ্ মাফ করেন না, তাছাড়া যত গুনাহ্ আছে, চাইলে তিনি মাফ করে দেবেন।'[৩১]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

---

২৮. সূরা আল ইস্‌রা, আয়াত : ৫৭।

২৯. সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ৫৬।

৩০. সূরা আয যুমার, আয়াত : ৫৩।

৩১. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৪৮।

لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَاعِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ اَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ اَحَدٌ -

'আল্লাহ্‌র কাছে কী ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে তা যদি ঈমানদারগণ জানতো তাহলে কেউ আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাতের প্রত্যাশা করতে সাহস পেতো না। আর আল্লাহ্ যে কী পরিমাণ দয়ার সাগর তা যদি কাফিররা জানতো, তাহলে কেউ তাঁর জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ হতো না।'[৩২]

সহীহ্ মুসলিমে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা)-এর মৃত্যুর তিন দিন আগে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি–

لاَ يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ -

'তোমাদের প্রত্যেকেই যেন মৃত্যুর সময় আল্লাহ্‌র প্রতি ভালো ধারণা রেখে মৃত্যু বরণ করে।'[৩৩]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরাইরা (রা)-এর আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ حِيْنَ يَذْكُرُنِىْ -

আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করেন, বান্দা আমাকে যে রকম মনে করে, আমাকে সে সেইভাবেই পায়। আর যেখানেই সে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথেই থাকি।[৩৪]

শাখা-১৩. আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা

ঈমানের আরেকটি শাখা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা বা তাওয়াক্কুল। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

---

৩২. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম, তাওবা অধ্যায় (হাদীস-৬৭২৬)।

৩৩. সহীহ্ মুসলিম, হাদীস-৬৯৬০, অধ্যায় : জান্নাত, জান্নাতের নি'আমত ও অধিবাসীদের বর্ণনা।

৩৪. সহীহ্ আল বুখারী, তাওহীদ অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, তাওবা অধ্যায় (হাদীস-৬৭০০)।

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

'যারা মুমিন তাদের তো আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত।'[৩৫]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

'তোমরা কেবল আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভরশীল হও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।'[৩৬]

যারা সত্যিই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে পারে, আল্লাহ্ তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ط

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে, তার জন্য তো আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাঁর কাজ সমাপ্ত করবেনই।'[৩৭]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে–

فِىْ سُؤَالِ اَصْحَابِهٖ لَهٗ عَنِ السَّبْعِيْنَ اَلْفًا اَلَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَكْتَوُوْنَ وَلاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ ـ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مُحَصَّنٍ فَقَالَ اَنَا مِنْهُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَنْتَ مِنْهُمْ ـ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ اَنَا مِنْهُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ ـ

যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এসব লোক হচ্ছে তারা, যারা

---

৩৫. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১২২, ১৬০; সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ১১; সূরা আত তাওবা, আয়াত : ৫১; সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ১১; সূরা আল মুজাদালা, আয়াত : ১০; সূরা আত তাগাবুন, আয়াত : ১৩।

৩৬. সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ২৩

৩৭. সূরা আত্ তালাক, আয়াত : ৩।

লৌহ পুড়িয়ে দাগ দেয় না, যাদুটোনা চর্চা করে না, গণক বা জ্যোতিষীদের কথায় বিশ্বাস করে না, এসবের বিপরীতে কেবলমাত্র তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে। ওকাশা ইবনুল মুহাস্সান আসাদী দাঁড়িয়ে বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যেন তাদের মধ্যে থাকতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন– তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও যেন তাদের সাথে থাকতে পারি। তিনি বললেন– এক্ষেত্রে ওকাশা তোমার চেয়ে এগিয়ে।[৩৮]

আল্লাহ্র উপর ভরসার সাথে সাথে সাধ্যানুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে। সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন– 'মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ানোর চেয়ে এক গাছি রশি নিয়ে পাহাড়ে চলে যাওয়া উচিত। তারপর লাকড়ি সংগ্রহ করে বোঝা বয়ে এনে তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করা ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে অনেক ভালো। মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ালে কেউ তাকে দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।'[৩৯]

সহীহ্ আল বুখারীতে মিকদাম ইবনু মা'দী কারব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مَنْ اَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلَ يَدَيْهِ - قَالَ وَكَانَ دَاوُدُ لاَ يَأْكُلُ اِلاَّ مِنْ عَمَلَ يَدَيْهِ -

'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম কোনো খাদ্য কেউ খেতে পারে না। দাঊদ (আ) নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য খেতেন।'

আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলতেন– 'দীন হচ্ছে তোমার আখিরাতের সম্বল আর সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার সম্বল। আর টাকা পয়সা ছাড়া (পার্থিব জীবনে) কোনো মানুষের মূল্যায়ন হয় না।'

শাখা-১৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ভালোবাসা

নবী করীম (সা)-কে ভালোবাসাও ঈমানের একটি অংশ। সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

---

৩৮. সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুর রিকাক, 'সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে' শিরোনাম। সহীহ্ মুসলিম, 'একদল মুসলিম বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে' শিরোনামে।

৩৯. সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম ছাড়াও এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

'তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার সন্তান সন্ততি ও অন্যদের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবো।'[৪০]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন– 'তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে। (তার একটি হচ্ছে) যার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়।'

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে– 'এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর কাছে এলেন। বললেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত কবে হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন– তুমি সেজন্য কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? লোকটি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেজন্য বেশী রোযা কিংবা দান সাদকা আমার প্রস্তুতির মধ্যে নেই। আমি কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালোবাস তাঁর সাথেই থাকবে।'

শাখা-১৫. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা ঈমানেরই অংশ। কেননা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা নিজেই বলেছেন–

وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ـ

'তাঁকে (অর্থাৎ রাসূল সা.-কে) সম্মান ও মর্যাদা দিন এবং সহযোগিতা করুন।'[৪১]

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে–

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ ... الْمُفْلِحُوْنَ ـ

'যারা ঈমান আনবে, তাঁর (অর্থাৎ রাসূলের) প্রতি শ্রদ্ধা রাখবে এবং তাঁর সাহায্য সহযোগিতা করবে... তারাই কল্যাণ লাভ করবে।'[৪২]

---

৪০. সহীহ্ আল বুখারী, ঈমান অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, (হাদীস-৭৫)।

৪১. সূরা আল ফাত্হ, আয়াত : ৯।

৪২. সূরা আল 'আরাফ, আয়াত : ১৫৭।

রাসূল (সা)-কে সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে আলাদা মাত্রা রয়েছে যা আর কারও বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। ইরশাদ হচ্ছে–

لاَ تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ط

'তোমরা রাসূলকে নিজেদের মধ্যে ডেকে আনাকে এরূপ মনে করো না, যেরূপ তোমরা একে অপরকে ডেকে আনো।'[৪৩]

অর্থাৎ এভাবে বলো না হে মুহাম্মদ কিংবা হে আবুল কাশেম, বরং ইয়া রাসূলাল্লাহ্ অথবা ইয়া নাবীআল্লাহ্ বলো। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বাড়াবাড়ি, উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলাও নিষেধ। সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছে–

لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ... لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ -

'তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে যেও না... নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করো না, নবীর সাথে জোরে কথাও বলো না যেমন তোমরা পরস্পরের সাথে করে থাক। এরূপ করলে তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে, তোমরা টেরও পাবে না।'[৪৪]

(ইমাম বাইহাকী বলেন,) আমি মনে করি এ স্তরটি ভালোবাসার স্তরের চেয়েও উঁচুতে। এটি হচ্ছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্মিলন। তবে তা পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনের ভালোবাসার চেয়েও অনেক গভীর। সন্তান, বন্ধু-বান্ধবসহ অন্যদের ভালোবাসার মত তো নয়ই।

শাখা-১৬. ইসলামের উপর অটল থাকা

দীন বা ইসলামের উপর অটল থাকা, এটিও ঈমানের অংশ। আক্ষরিক অর্থেই মুমিন, এমন একজন ব্যক্তি আগুনে পুড়ে শাস্তি গ্রহণে রাজি হতে পারে কিন্তু কোনো মূল্যেই ঈমান ত্যাগ করতে রাজী হতে পারে না।

---

৪৩. সূরা আন নূর, আয়াত : ৬৩।

৪৪. সূরা আল হুজুরাত, আয়াত : ১, ২।

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

'তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। ১. যার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে বেশী প্রিয়। ২. যে কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই তাঁর বান্দাকে ভালোবাসে। ৩. যাকে আল্লাহ্ কুফ্র থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তারপর সে কুফ্রের দিকে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করে, যেমন অপছন্দ করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।'[৪৫]

ইমাম মুসলিম আনাস (রা) থেকে নিম্নোক্ত হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন। একবার এক লোক নবী করীম (সা)-এর কাছে কিছু সাহায্য চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে এক উপত্যকা পরিমাণ ছাগল দিলেন। সে তার গোত্রে গিয়ে বলতে লাগলো– 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, আল্লাহ্র শপথ! তিনি এমন পরিমাণে দান করেন, দরিদ্রতার ভয় করেন না।' একথা শুনে এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর কাছে এলেন, দুনিয়া অর্জন করা ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। কিন্তু যখন সে ইসলাম গ্রহণ করলো তখন দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে দীনই তার কাছে প্রিয় বলে মনে হল।'

শাখা-১৭. জ্ঞান অর্জন করা

আল্লাহ্কে চেনার মাধ্যম হচ্ছে জ্ঞান বা ইল্ম। আল্লাহ্র কাছ থেকে যা কিছু এসেছে নবুওয়তের মাধ্যমে, সেসবও ইল্ম এর অন্তর্ভুক্ত। নবী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো জানা এবং বুঝাও ইল্ম এর অংশ। আল্লাহ্কে চেনা, জানা এবং তাঁর নির্দেশ ও নিষেধসমূহ ইল্ম। এই ইল্ম অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে চারটি। ১. আল কিতাব বা আল কুরআন। ২. আস্ সুন্নাহ্। ৩. কিয়াস এবং ৪. শর্ত সাপেক্ষে ইজতিহাদ।

আল্লাহ্র কিতাব বা আল কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসে ইল্ম (জ্ঞান) ও আলিম (জ্ঞানী) সম্পর্কে অনেক ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা আলিমদের সম্পর্কে বলেছেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط

'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল আলিমগণই আল্লাহ্কে ভয় করে।'[৪৬]

---

৪৫. সহীহ্ আল বুখারী, ঈমান অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, (হাদীস-৭১)।

৪৬. সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮।

অন্যত্র বলা হয়েছে–

شَهِدَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ط

'আল্লাহ্ নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। ফেরেশতাগণ এবং যারা জ্ঞানী (অর্থাৎ আলিম) তারাও সততা ও ইনসাফের সাথে এই সাক্ষ্য দিচ্ছে।'[৪৭]

আল্লাহ্র ওহীই যে জ্ঞান সেই সম্পর্কে আল্লাহ্ নিজেই বলেন–

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ـ

'তিনি আপনাকে এমন বিষয় জানিয়েছেন যা আপনার জানা ছিলো না। মূলত আপনার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ বিরাট।'[৪৮]

ইল্‌ম বা জ্ঞানের অধিকারীরা যে অত্যন্ত মর্যাদাবান সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ لا وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।'[৪৯]

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে–

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ.

'যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে? যাদের জ্ঞান বুদ্ধি আছে নসীহত কেবল তারাই গ্রহণ করে থাকে।'[৫০]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

اَنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنْ

---

৪৭. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮।

৪৮. সূরা আন নিসা, আয়াত : ১১৩।

৪৯. সূরা আল মুজাদালা, আয়াত : ১১।

৫০. সূরা আয যুমার, আয়াত : ৯।

يَقْبِضُ الْعِلْمَ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسَاءَ جُهَالاً فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِعِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا ـ

'আল্লাহ্ অবশ্য মানুষের অন্তর থেকে ইল্ম কেড়ে নেবেন না কিন্তু তিনি আলিমদেরকে তুলে নেবেন। যখন কোনো আলিম থাকবে না তখন মানুষ মূর্খ জাহিলদের নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তারা না জেনেই মতামত দিয়ে দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং লোকদেরও পথভ্রষ্ট করবে।'[৫১]

সহীহ্ মুসলিমের অন্য হাদীসে বলা হয়েছে (বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা রা.), রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ وَمَنْ بَطَّأَ بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ ـ

যে ব্যক্তি একজন মুমিনের কষ্ট দূর করে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো লোকের কষ্ট লাঘব করবে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার কষ্ট লাঘব করে দেবেন। যে ব্যক্তি কারও দোষত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ্ তার জন্য তাঁর সাহায্য অব্যাহত রাখেন। যে ব্যক্তি ইল্ম (জ্ঞান) অর্জনের জন্য

৫১. সহীহ্ আল-বুখারী, ইল্ম অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, ইল্ম অধ্যায় (হাদীস ৬৫৫২)।

বের হয় আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথটি সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক আল্লাহ্র ঘরসমূহের কোনো একটিতে সমবেত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত এবং তার পর্যালোচনায় নিয়োজিত থাকে তখন তাদের উপর প্রশান্তি বর্ষিত হতে থাকে। তাদেরকে রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় এবং ফেরেশ্তারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন। আর তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশ্তাদের সাথে তাদের কথা স্মরণ (বলাবলি) করতে থাকেন। যার কার্যকলাপ তাকে পিছিয়ে দেবে, বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না।'[৫২]

শাখা-১৮. শিক্ষার প্রসার

শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা এবং বিকাশ ঈমানের অন্যতম শাখা। লোকদের শিক্ষা দান তথা শিক্ষার বিকাশ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ ـ

'(আল্লাহ্র কিতাবের শিক্ষা) লোকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে, তা গোপন করে রাখা যাবে না।'[৫৩]

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে–

وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ ـ

'তারা নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে লোকদের সতর্ক করুক।'[৫৪]

আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম স্ব-স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে নবী করীম (সা) বিদায় হাজ্জের দিন লোকদের লক্ষ্য করে বলেছেন–

اَلَا لِيُبَلِّغَنَّ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ مَنْ يُبَلِّغُهُ يَكُوْنُ اَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ـ

'সাবধান! তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তিগণ অবশ্যই অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে আমার এ কথা পৌছে দেবে। এখানকার উপস্থিত ব্যক্তিগণ যাদের কাছে আমার কথা

---

৫২. সহীহ্ মুসলিম, যিকির, দু'আ, তাওবা ও ইস্তিগফার অধ্যায়, (হাদীস-৬৬০৮)।

৫৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৭।

৫৪. সূরা আত তাওবা, আয়াত : ১২২।

পৌছাবে, তারা হয়ত উপস্থিত শ্রোতাদের চেয়ে অধিকতর সংরক্ষণকারী হবে।'[৫৫]

সুনানু আবী দাঊদে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اَلْجَمَهُ اللّٰهُ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

'কাউকে যদি ইল্‌ম সম্পর্কিত কিছু জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে জানা সত্ত্বেও তা গোপন রাখে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন।'[৫৬]

উমার ইবনু আবদুল আযীয (র) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার কথাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সে বেশীর ভাগ সময় ভুল করে। আর যে ব্যক্তি ইল্‌ম ছাড়া কোনো আমল করে (অর্থাৎ না জেনে কাজ করে) তা কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে আনে।'[৫৭]

আল হারিছ আল মুহাসিবী (র) বলেছেন, 'দীনি ইল্‌ম মানুষের ভেতর আল্লাহ্‌ভীতি সৃষ্টি করে, আল্লাহ্ নির্ভরতা মানুষের অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয় এবং আল্লাহ্‌র পরিচয় (মা'আরিফাত) তাকে দায়িত্বশীল বানায়।'

ইবনু সা'দ (র) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হাদীসের উপর আমল করবে তাকে আল্লাহ্ অন্তর্দৃষ্টি দান করবেন, আর যে তার অন্তর্দৃষ্টির আলোকে কাজ করবে সে-ই সত্য পথের সন্ধান পাবে।'

মালিক ইবনু দীনার (র) বলেছেন, 'বান্দা যখন ইল্‌ম শিখে আমলের জন্য তখন সেই ইল্‌ম তাকে মার্জিত করে, আর যদি ইল্‌ম শিখে আমল না করে তাহলে সেই ইল্‌ম তাকে অহংকারী বানিয়ে দেয়।'

মারূফ আল কারখী (র) বলেছেন, 'আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তার জন্য আমল (কাজ)-এর দরজা খুলে দেন এবং অভিযোগের দরজা বন্ধ করে দেন। আর আল্লাহ্ যখন তার কোনো বান্দার সর্বনাশ চান তখন আমলের দরজা বন্ধ করে দেন এবং অভিযোগের দরজা খুলে দেন।'

---

৫৫. এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বিদায় হাজ্জ শিরোনাম। সহীহ্ মুসলিম, কাসাস অধ্যায়, (হাদীস-৪২৩৬)।

৫৬. আবু দাঊদ, ইল্‌ম অধ্যায়, জামি আত-তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী একে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

৫৭. ইমাম বাইহাকী তাঁর নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন।

একবার হাসান বসরী (র)-এর সামনে দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলেন, বলা হলো– ইনি ফকীহ্ (অর্থাৎ ইসলামী আইন বিশারদ), তিনি বললেন, 'তুমি কি জান ফকীহ্ কাকে বলে? ফকীহ্ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি দীনি বিষয়ে বিশেষ প্রজ্ঞার অধিকারী এবং দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ। আল্লাহ্র ইবাদাতে রাত কাটিয়ে দেন।'

মালিক ইবনু দীনার (র) বলেছেন, আমি তাওরাতে পড়েছি– 'যে আলিম তার ইল্ম অনুযায়ী আমল করে না, তার কথার কোনো প্রভাব মানুষের উপর পড়ে না। তার কথা মূলত এমন, যেন পাথরের উপর বর্ষিত বৃষ্টি।'

আবু বকর ইবনু আবী দাউদ বলেছেন–

পানি পানে পরিতৃপ্ত হয় মন
কিন্তু পানিই যদি হয়ে পড়ে গলগ্রহ
তাহলে সেই পানি পানের
থাকে কি কারও আগ্রহ ॥

আবু ওসমান (র) বলেছেন–

তাকওয়া নেই নিজের মাঝে, অথচ এ কেমন ধারা
অন্যকে বলবে মুত্তাকী হতে, নিজেই যে আত্মহারা।
যে ডাক্তার নিজেই অসুস্থ
তার কাছে যায় না রোগী হলেও বিপদগ্রস্ত ॥

আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে ইল্ম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দেন এবং লোভ-লালসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বেপরওয়া হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

শাখা-১৯. কুরআন মাজীদের সম্মান করা

আল কুরআনের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সংরক্ষণ এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করে চলা-ই হচ্ছে মূলত কুরআন মাজীদকে সম্মান করা। যেসব বিষয়ে আল কুরআন মানুষকে সতর্ক করেছে এবং ভয় দেখিয়েছে সেসব বিষয়ে ভয় করা এবং সতর্ক থাকার নাম আল্লাহ্ভীতি (খাশ্ইয়াতুল্লাহ্) বা তাকওয়া (সতর্কতা)। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ -

‘আমরা যদি এই কুরআনকে পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তাহলে দেখতে পেতে আল্লাহ্‌র ভয়ে পাহাড় পর্যন্ত বিদীর্ণ হয়ে যেত।’[৫৮]

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে–

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ - فِىْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ - لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ - تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

‘নিঃসন্দেহে এই কুরআন মহাসম্মানিত। কিতাব আকারে (লিখিত) সংরক্ষিত। পবিত্রগণ ছাড়া আর কেউ এটি স্পর্শ করে না। বিশ্বজাহানের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।’[৫৯]

সূরা আর রা'দে বলা হয়েছে–

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ط بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ط

‘যদি কুরআন এমন হতো যার সাহায্যে পাহাড় চলমান হয়, অথবা জমিন বিদীর্ণ হয় কিংবা মৃতরা কথা বলে, তবে কেমন হতো? বরং সব কাজ তো আল্লাহ্‌র হাতে।’[৬০]

সহীহ্ আল বুখারীতে উসমান ইবনু আফফান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

اَفْضَلُكُمْ اَوْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ -

‘তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান বা উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজে আল কুরআন শিখে এবং অপরকে শেখায়।’

আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

تَعَاهَدُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا -

---

৫৮. সূরা আল হাশর, আয়াত : ২১।

৫৯. সূরা আল ওয়াকিয়া, আয়াত : ৭৭-৮০।

৬০. সূরা আর রা'দ, আয়াত : ৩১।

‘তোমরা আল কুরআনের মুখস্থ অংশের প্রতি লক্ষ্য রেখো। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আমি সেই সত্তার শপথ করে বলছি, আল কুরআনের মুখস্থ সূরা বা আয়াতসমূহ মানুষের মন থেকে এক পা বাধা উটের চেয়েও দ্রুত পলায়ন পর (অর্থাৎ মুখস্থ অংশ মানুষ তাড়াতাড়ি ভুলে যায়)।’[৬১]

আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

لاَ حَسَدَ اِلاَّ عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ هٰذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَتَصَدَّقَ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ ـ

‘দুটো ব্যাপার ছাড়া ঈর্ষা করা ঠিক নয়। একটি হচ্ছে, যাকে আল্লাহ্ তা‘আলা এই কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন এবং সে দিনরাত সেই জ্ঞানানুযায়ী আমল (কাজ) করে। অপরটি হচ্ছে, যাকে আল্লাহ্ তা‘আলা ধন সম্পদ দান করেছেন এবং সেই ধনসম্পদ সে রাতদিন আল্লাহ্‌র পথে খরচ করছে।’ (এ ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে বেশী আমল ও দান করার চেষ্টা করাকে ঈর্ষা বলা হয়েছে)।[৬২]

উমার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ ـ

‘আল্লাহ্ তা‘আলা এই কিতাবের দ্বারা এক জাতির উত্থান ঘটান আবার আরেক জাতির পতন ঘটান।’[৬৩]

শাখা-২০. পাক পবিত্রতা

পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন–

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

---

৬১. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম, (হাদীস-১৭২১)।

৬২. সহীহ্ মুসলিম, (হাদীস-১৭৭২); সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ।

৬৩. সহীহ্ মুসলিম, মুসাফিরের নামায অধ্যায়।

'যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল, দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও। তোমাদের মাথা মাসেহ্ কর এবং দু'পা গোড়ালীর গিঁটসহ ধুয়ে নাও।'[৬৪]

আবু মালেক আল আশ'আরী থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন−

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الاِيْمَانَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاٰنِ اَوْ تَمْلأُ مَابَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَّكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْا فَبَائِعٌ نَفْسَهٗ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا ـ

'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। 'আলহামদুলিল্লাহ্' ওজনদণ্ডের (মিযানের) পরিমাপকে পরিপূর্ণ করে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল হামদু লিল্লাহ' আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দেবে। নামায হচ্ছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি। সাদকা হচ্ছে প্রমাণ। সবর হচ্ছে জ্যোতি। প্রতিটি ভোরে প্রত্যেক মানুষই আমলের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করে দেয়। তার আমল দ্বারা নিজেকে (আল্লাহ্র শাস্তি থেকে) রক্ষা করে কিংবা ধ্বংস করে।'[৬৫]

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত সহীহ্ মুসলিমে আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন−

لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ صَلٰوةً بِغَيْرِ طَهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ ـ

'মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ পবিত্রতা ছাড়া নামায এবং অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদের দান কবুল করেন না।'[৬৬]

ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন−

اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالُكُمُ الصَّلٰوةَ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلاَّ مُؤْمِنٌ ـ

---

৬৪. সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৬।

৬৫. সহীহ্ মুসলিম, পবিত্রতা অধ্যায়, (হাদীস-৪৪১)।

৬৬. সহীহ্ মুসলিম, পবিত্রতা অধ্যায়।

'তোমরা দৃঢ় থাক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ো না। জেনে রেখো তোমাদের সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে নামায। আর মুমিন ছাড়া কেউ ওযুকে সংরক্ষণ করে না।'[৬৭]

ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদাম থেকে হালিমী اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন–

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা নামাযকেও ঈমান বলে অভিহিত করেছেন। যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে–

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ـ

আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান (অর্থাৎ বাইতুল মাকদাস-এর দিকে মুখ করে নামায)-কে নষ্ট হতে দেবেন না।[৬৮] এ আয়াতের আলোকে বুঝা যায় পবিত্রতা যদি ঈমানের অর্ধেক হয় তাহলে অবশিষ্ট অর্ধেক হচ্ছে নামায যা ঈমান নামে অভিহিত করা হয়েছে।

শাখা-২১. সালাত (নামায)

দৈনিক পাঁচবার সালাত প্রতিষ্ঠিত করাকে অত্যাবশ্যকীয় (ফরয) করা হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ـ

'আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান (তথা নামায)-কে নষ্ট করে দেবেন, ব্যাপারটি এমন নয়।'[৬৯]

আরও বলা হয়েছে–

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُو الزَّكَاةَ ـ

'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর এবং যাকাত আদায় কর।'[৭০]

---

৬৭. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, হাকিম, বাইহাকী প্রমুখ ছাওবান (রা) থেকে এবং বাইহাকী (এর অন্য রিওয়ায়েত) ও তাবারানী ইবনু আমর ইবনুল আ'স থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। ইমাম সুয়ূতী একে সহীহ্ বলেছেন। হাফিয মুনযিরী বলেছেন, ইবনু মাজা বর্ণিত সনদটিও সহীহ্। রাফিঈ বলেছেন, হাদীসটি প্রমাণিত।

৬৮. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৪৩।

৬৯. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৪৩।

৭০. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৭৭; সূরা আন নূর, আয়াত : ৫৮; সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত : ২০।

সূরা আন নিসায় বলা হয়েছে–

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ـ

'নিশ্চয়ই মুমিনদের উপর নামায ফরয করা হয়েছে ওয়াক্ত (সময়) মত।'[৭১]

হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছে–

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلٰوةِ ـ

'অবশ্যই একজন ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে সালাত (নামায)'।[৭২]

আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজটি আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়? জবাবে তিনি বললেন–

اَلصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا ـ

'সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা।'[৭৩]

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন– বাপ মায়ের সাথে সদাচরণ। আমি বললাম– তারপর কোনটি? তিনি বললেন– জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্।

আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ عِشْرِيْنَ دَرْجَةً ـ

'জামায়াতের সাথে নামায পড়া একাকী নামায থেকে সাতশ' গুণ বেশী মর্যাদাসম্পন্ন।'[৭৪]

উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

---

৭১. সূরা আন নিসা, আয়াত : ১০৩।

৭২. সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, 'সালাত পরিত্যাগ করা কুফরী' অনুচ্ছেদ। একই শিরোনামে আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজা জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৭৩. সহীহ্ আল বুখারী, নামাযের ওয়াক্ত অধ্যায়, 'সময় মত নামায পড়ার ফযীলত' শিরোনাম। সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, 'উত্তম আমল হচ্ছে সঠিক সময়ে নামায' শিরোনাম।

৭৪. সহীহ্ মুসলিম, 'মাসজিদ ও নামাযের জায়গা' অধ্যায় (হাদীস-১৩২৬)।

مَا مِنْ اَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا اِلاَّ كَانَتْ كُفَّارَةً لِمَّا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّه ـ

'যখন কোনো মুসলিমের ফরয নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন সে যদি উত্তমরূপে ওযু করে এবং একান্ত বিনয়-নম্রতার সাথে রুকূ সিজদা আদায় করে তাহলে সে কবীরাহ্ গুনাহ্য় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আগের সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। আর এরূপ সারা বছরই হতে থাকে।'[৭৫]

শাখা-২২. যাকাত

ঈমানের ২২তম শাখা হচ্ছে যাকাত প্রদান করা। নামাযের পরই যাকাতের গুরুত্ব। যাকাত সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ ط حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ـ

'তাদেরকে এছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটিই দীনি স্থায়ী ব্যবস্থাপনা।'[৭৬]

সূরা আত তাওবায় বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ـ

'আর যারা সোনা রূপা জমা করে রাখে, তা থেকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে

৭৫. সহীহ্ মুসলিম, পবিত্রতা অধ্যায়, 'ওযু ও নামাযের ফযীলত' শিরোনাম (হাদীস-৪৫০)।

৭৬. সূরা আল বাইয়্যিনাহ্, আয়াত : ৫।

সেগুলো উত্তপ্ত করা হবে। তা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল, পিঠ ও পার্শ্বদেশে ছ্যাকা দেয়া হবে, আর বলা হবে– এগুলো তো তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। এবার এর মজা গ্রহণ কর।'[৭৭]

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে এভাবে–

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط

'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে এবং ভাবে এতে তাদের কল্যাণ হবে। না, বরং এতে তাদের অকল্যাণই ডেকে আনবে। যে ধন সম্পদের ব্যাপারে তারা কার্পণ্য করে সেই ধন সম্পদ কিয়ামতের দিন বেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।'[৭৮]

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, মুয়ায ইবনু জাবালকে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়েমেন পাঠান, তখন তাকে বলেছিলেন–

اِنَّكَ تَأْتِىْ قَوْمًا مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِنْ هُمْ اَجَابُوْكَ لِذٰلِكَ فَاعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَجَابُوْكَ لِذٰلِكَ فَاعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَجَابُوْكَ لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاِيَّاكَ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ ـ

'তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তুমি আহ্বান জানাবে তারা যেন সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তারা যদি মেনে নেয় তাহলে বলবে আল্লাহ্ তা'আলা দিনে রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি মেনে নেয় তাহলে বলবে– আল্লাহ্

৭৭. সূরা আত তাওবা, আয়াত : ৩৪-৩৫।

৭৮. সূরা আলে ইম্রান, আয়াত : ১৮০।

তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। যা ধনীদের থেকে আদায় করে গরীবদের মাঝে বন্টন করা হবে। তারা যদি একথাটিও মেনে নেয়, তাহলে সাবধান! যাকাত হিসেবে তুমি তাদের বাছাই করা উত্তম মালগুলো নেবে না। অবশ্যই মযলুম (অত্যাচারিত)-এর (বদ) দুআ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ আল্লাহ্ আর মযলুমের দু'আর মধ্যখানে কোনো আড়াল নেই।'[৭৯]

ইমাম বুখারী আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীস সংকলন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعُ لَهُ زَبِيْبِنَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ (يغنى شِدْقَيْهِ) ثُمَّ قَالَ - اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ - وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط

'যাকে আল্লাহ্ ধন সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু তা থেকে যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন সেগুলো বিরাট অজগর হয়ে তার গলা পেচিয়ে ধরে ছোবল মারতে থাকবে। সে অজগর কানে শুনবে না, তার চোখ দুটো থাকবে কালো কুচকুচে। ছোবল মারবে আর বলতে থাকবে– আমি তোমার ধন সম্পদ আমি তোমার টাকা পয়সা। তারপর তিনি সূরা আলে ইমরানের ১৮০নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন। যার অর্থ–

'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে এবং ভাবে এতে তাদের কল্যাণ হবে। না, বরং এতে তাদের অকল্যাণই বয়ে আনবে। যে ধন সম্পদের ব্যাপারে তারা কার্পণ্য করে সেই ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন বেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।'

শাখা-২৩. সিয়াম (রোযা)

ঈমানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সিয়াম বা রোযা। সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

---

৭৯. সহীহ্ আল বুখারী, যাকাত অধ্যায়, 'যাকাত হিসেবে লোকদের থেকে উত্তম সম্পদ গ্রহণ না করা' শিরোনাম; সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায় (হাদীস-২৯)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। যেভাবে ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের আগেকার লোকদের উপর।'[৮০]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

وبُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامِ الصَّلاَةَ وَ اِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ -

'পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ১. আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল– এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, ২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত দেয়া, ৪. রমযানের সিয়াম পালন করা এবং ৫. বাইতুল্লাহ্য় হাজ্জ করা।'[৮১]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন–

كُلُّ عَمَلِ ابْنُ اٰدَمَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِأَةِ ضَعْفٍ - قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : اِلاَّ الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ -

'আদম সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়।' আল্লাহ্ আয্‌যা ও জাল্লা বলেন– 'রোযার বিনিময় ছাড়া। কারণ রোযা আমার জন্য তাই আমিই তার বিনিময়।'

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত অন্য হাদীসে বলা হয়েছে–

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ -

---

৮০. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৮৩।

৮১. সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায় (হাদীস-২১)।

'রোযাদারের জন্য দুটো খুশীর সময় রয়েছে। একটি যখন সে ইফতার করে (রোযাপূর্ণ করে), আরেকটি যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে।'

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে–

وَلَخُلُوْفُ فَمُ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ـ

'রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও প্রিয়।'

আরও বলা হয়েছে–

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ ـ

'রোযা হচ্ছে ঢাল।'[৮২]

শাখা-২৪. ই'তিকাফ

ই'তিকাফ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ

'আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূ সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।'[৮৩]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আয়িশা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে–

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ـ

'রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমৃত্যু রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন। রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রীগণও রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন।'[৮৪]

---

৮২. উপরিউক্ত সবগুলো হাদীস সহীহ্ মুসলিমের সাওম (বা রোযা) অধ্যায়ের।

৮৩. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১২৫।

৮৪. সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, ই'তিকাফ অধ্যায়, 'রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ' শিরোনাম।

শাখা-২৫. হাজ্জ

হাজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ط

'এ ঘরে হাজ্জ করা মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য (দাবী)।' অবশ্য যার সামর্থ্য রয়েছে এ অবধি পৌঁছার।'[৮৫]

অন্য জায়গায় বলেছেন এভাবে–

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ـ

'আর মানুষের মধ্যে হাজ্জের জন্য ঘোষণা করে দিন। তারা আপনার কাছে আসবে দূর দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে এবং জীর্ণশীর্ণ[৮৬] উটের পিঠে চড়ে।'[৮৭]

সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে–

وَاَتِمُّو الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ـ

'তোমরা হাজ্জ এবং 'উমরা পালন কর।'[৮৮]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ ـ

---

৮৫. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯৭।

৮৬. আরবী 'দা-মিরিন' (ضامر) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ– জীর্ণশীর্ণ কৃষকায় উট। একথা দিয়ে হাজ্জ করতে আসা ক্লান্তশ্রান্ত মুসাফিরের চিত্র অংকন করা হয়েছে। অর্থাৎ ঠিকমত আহার ও বিশ্রামের অভাবে মুসাফিরের সাথে সাথে তাদের উটগুলোও দুর্বল-কৃষ হয়ে যায়। –অনুবাদক

৮৭. সূরা আল হাজ্জ, আয়াত : ২৭।

৮৮. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৯৬।

পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ১. 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল'– একথার সাক্ষ্য দেয়া, ২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত দেয়া, ৪. রমযানের রোযা রাখা এবং ৫. বাইতুল্লাহ্য় হাজ্জ করা।[৮৯]

সহীহ্ মুসলিমে উমার (রা) বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে (যা হাদীসে জিব্রাঈল নামে খ্যাত) বলা হয়েছে– আগন্তুক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন–

يَا مُحَمَّدُ مَا الْاِسْلَامُ ؟ قَالَ : اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنْ تُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ -

'হে মুহাম্মাদ! ইসলাম কী? তিনি বললেন– ইসলাম হচ্ছে তুমি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে আর বাইতুল্লাহ্য় হাজ্জ করবে।'[৯০]

আবী উমামা আল বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مَنْ لَمْ يُحْبِسْهُ مَرَضٌ اَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًا -

(হাজ্জ ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি) অসুখ বিসুখ যার বাধা হয়ে দাঁড়ালো না, গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রয়োজনও তার নেই। এমনকি অত্যাচারী কোনো শাসকের ভয়ও তাঁর নেই, এমতাবস্থায় সে হাজ্জ না করেই মারা গেল। চাই সে ইহুদী হয়ে মরুক কিংবা খৃস্টান হয়ে (তাতে আমার কিছু যায় আসে না)।'[৯১]

শাখা-২৬. জিহাদ (সংগ্রাম)

আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম বা জিহাদও ঈমানের অন্যতম অংশ। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

---

৮৯. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম, (হাদীস-২১)।

৯০. সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, (হাদীস-১)।

৯১. ইবনু আল জাওযী তাঁর মাওযুআতের এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অনেকের আপত্তি রয়েছে।

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ -

'তোমরা সংগ্রাম (জিহাদ) কর আল্লাহ্‌র জন্য, যে রকম সংগ্রাম করা উচিত।'[৯২]

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে–

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ -

'তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে তারা পরওয়া করে না।'[৯৩]

সূরা আত তাওবায় বলা হয়েছে–

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ط

'যেসব কাফির তোমাদের সাথে লাগতে আসে তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, তারা যেন বুঝতে পারে তোমাদের মধ্যে কঠোরতা আছে।'[৯৪]

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ط

'হে নবী! আপনি ঈমানদারদেরকে লড়াইয়ের জন্য উৎসাহিত করুন।'[৯৫]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল–

اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ - قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ -

'কোন আমলটি উত্তম? তিনি বললেন– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস। জিজ্ঞেস করা হলো– তারপর কোনটি? বললেন– আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম (জিহাদ)। আবার জিজ্ঞেস করা হলো– তারপর কোনটি? বললেন– মাবরুর হাজ্জ।'[৯৬]

---

৯২. সূরা আল হাজ্জ, আয়াত : ৭৮।

৯৩. সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৫৪।

৯৪. সূরা আত তাওবা, আয়াত : ১২৩।

৯৫. সূরা আল আনফাল, আয়াত : ৬৫।

৯৬. সহীহ্ আল বুখারী, ঈমান অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়।

সহীহ্ আল বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনু আবী আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ـ

'তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব হয়ো না। আর আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা চাইতে থাকো। যখন তোমরা তাদের মুখোমুখি হয়ে যাবে তখন ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রেখো– জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে।'[৯৭]

শাখা-২৭. আল্লাহ্র পথে পাহারা (মুরাবাতাহ্)

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَاصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف

'হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যের পথ অবলম্বন কর, বাতিলের মুকাবেলায় দৃঢ় থাকো এবং শত্রুর মুকাবেলায় সদাপ্রস্তুত থাকো।'[৯৮]

সহীহ্ আল বুখারীতে সাহ্ল ইবনু সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন–

رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ـ

'আল্লাহ্র পথে একদিন পাহারা দেয়া পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম। তোমাদের কারও একটি চাবুক রাখতে যে জায়গাটুকু লাগে জান্নাতের সেই জায়গাটুকু গোটা পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম।'

সংগ্রাম (জিহাদ) কিংবা লড়াই (কিতাল)-এর সময় একটি দিন কিংবা একটি রাত শত্রুর মুকাবেলায় পাহারায় কাটানো, মাসজিদে ই'তিকাফে বসে সারাক্ষণ নামাযরত অবস্থায় থাকার চেয়ে উত্তম।

---

৯৭. সহীহ্ আল বুখারী।

৯৮. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ২০০।

শাখা-২৮. শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ় থাকা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا ـ

'যে ঈমানদারগণ! যখন কোনো বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও তখন সুদৃঢ় থাকো।'[৯৯]

আরও বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ـ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاۤءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে তখন আর পেছন ফিরে আসবে না। অবশ্য লড়াইয়ের কৌশল হিসেবে কিংবা নিজ সৈন্যদের সাথে মিলিত হতে চাইলে ভিন্ন কথা। যদি কেউ পেছন ফিরে আসে সে যেন আল্লাহ্‌র গযব নিয়ে এলো। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আবাসস্থল হিসেবে তা খুবই নিকৃষ্ট।'[১০০]

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ط اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا ـ

'হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করুন। (বলুন) তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ় ব্যক্তি থাকে তাহলে দু'শ' জনের মুকাবেলায় বিজয় দান করা হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকে তাহলে বিজয়ী হবে হাজার জনের উপর।'[১০১]

---

৯৯. সূরা আল আনফাল, আয়াত : ৪৫।

১০০. সূরা আল আনফাল, আয়াত : ১৫, ১৬।

১০১. সূরা আল আনফাল, আয়াত : ৬৫।

সহীহ্ আল বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনু আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُو اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ـ

'তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না। বরং আল্লাহ্‌র কাছে সর্বদা নিরাপত্তা চাবে। শত্রুর মুখোমুখি যখন হয়েই যাও তখন ধৈর্য ধারণ করবে। মনে রাখবে জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে।'[১০২]

শাখা-২৯. গানিমাতের এক পঞ্চমাংশ ($\frac{১}{৫}$)

যুদ্ধে শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত সম্পদ, ইসলামী পরিভাষায় যাকে 'গানিমা' বা 'গানিমাত' বলা হয়, সম্পূর্ণ সম্পদের ২০% রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। সরকার প্রধান কিংবা তাঁর কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে তা গৃহিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার ঘোষণা–

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا ـ

'আরও জেনে রাখো, গানিমাত হিসেবে যা কিছু তোমরা পাবে তার এক পঞ্চমাংশ (অর্থাৎ ২০%) হচ্ছে আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের এবং ইয়াতিম, অসহায় ও পর্যটকদের জন্য। যদি তোমরা আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর যা কিছু নাযিল করেছেন তার উপর বিশ্বাসী হও।'[১০৩]

অন্য জাগয়ায় বলা হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ط وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج

'কোনো বস্তু গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয়। যে ব্যক্তি কোন জিনিস গোপন বা আত্মসাৎ করবে সে কিয়ামতের দিন সেই জিনিস নিয়েই উঠবে।'[১০৪]

---

১০২. সহীহ্ আল বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, 'জিহাদের ফযীলত' শিরোনাম।

১০৩. সূরা আল আনফাল, আয়াত : ৪১।

১০৪. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬১।

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল কায়েসের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে কতিপয় প্রশ্ন করলে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) জবাবে বলেন–

اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ـ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَاَنْ تُوَدُّوْا خُمُسًا مِّنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ احْفَظُوْهُنَّ وَاَخْبِرُوْا بِهِنَّ مَنْ وَّرَائَكُمْ ـ

'আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি এবং চারটি বিষয় নিষেধ করছি। এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, একথা বলে জিজ্ঞেস করলেন– তোমরা কি জানো আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান কী? তারা বললেন– এ বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন– এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আর তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং গানিমাতের এক পঞ্চমাংশ (শতকরা বিশ ভাগ) দান করবে। তিনি তাদের চারটি বিষয়ে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। তা হচ্ছে– দুব্বা, হানতাম, নাকীর এবং মুযাফ্ফাত। তারপর বললেন– এসব নীতিমালা মেনে চলবে এবং যারা আসেনি তাদের জানিয়ে দেবে।'[১০৫]

শাখা-৩৮
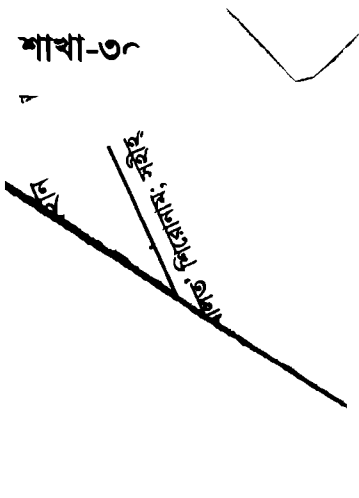
فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ـ وَمَا اَدْرٰكَ مَا

ম করার সাহস করেনি। আপনি কি

ঘাড় হতে দাসত্বের শৃঙ্খল মুক্ত করা।'[১০৬]

এক পঞ্চমাংশ প্রদান' শিরোনাম; সহীহ্

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً اَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ اَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتّٰى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ ـ

'যে ব্যক্তি কোনো ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেবে সেই ক্রীতদাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ্ মুক্তিদাতার প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে হিফাযত করবেন। এমনকি লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তার লজ্জাস্থানও।'[১০৭]

শাখা-৩১. কাফ্ফারা (প্রতিকার)

আল কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী চারটি অপরাধের প্রতিবিধানের নাম কাফ্ফারা। অপরাধগুলো হচ্ছে– ১. হত্যা, ২. জিহার (স্ত্রীকে মায়ের কোনো অংগের সাথে তুলনা করা), ৩. শপথ এবং ৪. রমযানে দিনের বেলা স্ত্রীকে নিয়ে বিছানায় যাওয়া। শরী'আহ্ যে জরিমানা নির্দিষ্ট করেছে তাকে ফিদ্য়াও বলা হয়। ফিদ্য়া শুধু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তিই নয় এটি আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে।

শাখা-৩২. চুক্তি লংঘন না করা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ـ

'তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।'[১০৮]

ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন, চুক্তি বলতে এখানে আল কুরআনে যা কিছু হালাল করা হয়েছে, যা কিছু হারাম করা হয়েছে, যা কিছু ফরয করা হয়েছে এবং যে সীমা পরিসীমা বলে দেয়া হয়েছে তার সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ আরও বলেন–

১০৭. সহীহ্ আল বুখারী, গোলাম আযাদ অধ্যায়, 'গোলাম আযাদের ফযীলত'... মুসলিম, দাস মুক্তি অধ্যায় (হাদীস-৩৬৫৪)।

১০৮. সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ১।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ ـ

'যারা মানত পূরণ করে।'[১০৯]

সূরা আন নাহ্‌ল এ বলা হয়েছে–

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوْا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا.

'আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করার পর সেই অঙ্গীকার পূর্ণ কর। আর পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না।'[১১০]

সহীহ্ আল বুখারীতে ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هٰذِهٖ غَدْرَةُ فُلَانٍ ـ

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর একটি পরিচিতি ব্যানার থাকবে, সেই ব্যানারই বলে দেবে সে কী ওয়াদা ভঙ্গ করেছে।[১১১]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন–

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خِصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خِصْلَةٌ مِّنْ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا ـ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ـ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ـ

'চারটি বৈশিষ্ট্য যার ভেতর পাওয়া যাবে সে পুরোপুরি মুনাফিক। আর যদি সেই বৈশিষ্টের কোনো একটি বৈশিষ্ট্যও তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে কিছু মুনাফিকী তার মধ্যেও রয়েছে বলা যায়, যদি সে তা পরিহার না করে।

১. কথা বললে মিথ্যে বলে। ২. চুক্তি করলে তা ভঙ্গ করে। ৩. কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করে না এবং ৪. কারও সাথে ঝগড়া হলে সে বেফাঁস কথাবার্তা বলে।[১১২]

---

১০৯. সূরা ইনসান (আদ-দাহ্‌র), আয়াত : ৭।

১১০. সূরা আন নাহ্‌ল, আয়াত : ৯১।

১১১. সহীহ্ আল বুখারী, আদাব (শিষ্টাচার) অধ্যায়।

১১২. সহীহ্ আল বুখারী, ঈমান অধ্যায়, 'মুনাফিকের নিদর্শন' শিরোনাম; সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, 'মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য' শিরোনাম।

আবদুল্লাহ্ ইবনু আমের আল জুহানী (রা) থেকে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُّوْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ -

'যে শর্তের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের লজ্জাস্থান বৈধ করে নিয়েছ, তা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, অবশ্যই তোমাদেরকে পূরণ করতে হবে।'[১১৩]

শাখা-৩৩. আল্লাহ্‌র নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন—

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ -

'বল, প্রশংসা তো কেবল আল্লাহ্‌র।'[১১৪]

তিনি আরও বলেছেন—

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا ج

'যদি আল্লাহ্‌র নি'আমাত তোমরা গুনতে চাও তা গুনে শেষ করতে পারবে না।'[১১৫]

আবু যার (রা) থেকে সহীহ্ আল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ঘুমাতে বিছানায় যেতেন তখন বলতেন—

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا -

'হে আল্লাহ্ আপনার নামে মৃত্যুবরণ করবো এবং আপনার নামে বেঁচে উঠবো।'

আবার যখন ঘুম থেকে জেগে উঠতেন, তখন বলতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانِيْ بَعْدَ مَا أَمَاتَنِيْ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি মৃত্যুর পর পুনরায় আমাকে জীবিত করেছেন। তাঁর দিকেই একদিন ফিরে যেতে হবে।'[১১৬]

---

১১৩. সহীহ্ মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, 'বিবাহের শর্তাবলী পূরণ' শিরোনাম (হাদীস-৩৩৩৭)।

১১৪. সূরা আন নম্ল, আয়াত : ৫৯; সূরা আল আনকাবূত, আয়াত : ৬৩; সূরা লুকমান, আয়াত : ২৫।

১১৫. সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩৪।

১১৬. সহীহ্ আল বুখারী, দু'আ অধ্যায়, 'ঘুমানোর সময় যা পড়তে হবে' শিরোনাম। সামান্য

সহীহ্ মুসলিমে সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন–

عَجَبًا لاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لاَحَدٍ اِلاَّ الْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ -

'মুমিনের ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যজনক। সমস্ত কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া আর কেউ এ কল্যাণ লাভ করতে পারে না। সচ্ছলতার সময় শুকরিয়া জ্ঞাপন করে– এটি তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর অসচ্ছলতায় ধৈর্য ধারণ করে, এও তার জন্য কল্যাণকর।'[১১৭]

আবুল হাসান আল কিন্দি বলেছেন–

'সুখ স্বাচ্ছন্দে রয়েছো মাতি সবকিছু ভুলে যেয়ে–
নাফরমানীর কারণে কত নি'আমাত চলে গেছে দেখনি তা চেয়ে।'

শাখা-৩৪. অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা

অপ্রয়োজনীয় কথা, মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, পরচর্চা, অশ্লীল কথাবার্তা পরিহার করা একান্ত কর্তব্য। আল কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলে এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

যারা সর্বদা সত্য কথা বলেন তাদের প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

اَلصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ .....

'সত্যবাদী পুরুষ এবং সত্যবাদী মহিলাগণ.....।'[১১৮]

আরেক জায়গায় বলেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্ক হও এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।'[১১৯]

শাব্দিক পার্থক্য সহকারে সহীহ্ আল বুখারীতে হুযাইফা (রা) থেকেও এরকম হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১১৭. সহীহ্ মুসলিম, 'যুহ্দ– দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণহীনতা' অধ্যায় (হাদীস-৭২২৯)।

১১৮. সূরা আল আহযাব, আয়াত : ২৫।

১১৯. সূরা আত তাওবা, আয়াত : ১১৯।

সূরা ইসরা বা বানী ইসরাঈলে বলা হয়েছে–

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ـ

'যে সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই, তার পেছনে ছুটো না।'[১২০]

সূরা আয যুমারে বলা হয়েছে–

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهٗ ط اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكٰفِرِيْنَ ـ وَالَّذِىْ جَاۤءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ـ

'তার চেয়ে বড়ো যালিম আর কে আছে, যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা মিথ্যা মনে করে? অবিশ্বাসীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি? যারা সত্য নিয়ে এসেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই মূলত মুত্তাকী।'[১২১]

অন্যত্র আরও বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ ـ

'যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনও কল্যাণ পেতে পারে না।'[১২২]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا ـ وَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا ـ

---

১২০. সূরা ইস্‌রা (বানী ইসরাঈল), আয়াত : ৩৬।

১২১. সূরা আয যুমার, আয়াত : ৩২, ৩৩।

১২২. সূরা ইউনুস, আয়াত : ৬৯।

'সত্য নেকীর দিকে পথ দেখায়, নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কোনো মানুষ সত্যের অনুশীলন করলে আল্লাহ্‌র কাছে সত্যবাদী হিসেবে তার নাম লিখা হয়। আর মিথ্যা পাপের পথে পরিচালিত করে, পাপ জাহান্নামের পথ দেখায়। কোনো ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকলে আল্লাহ্‌র কাছে তার নাম মিথ্যাবাদী হিসেবেই লিখিত হয়।'[১২৩]

সহীহ্ মুসলিমে সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন–

مَنْ يَضْمَنُ لِىْ مَابَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَابَيْنَ فَخْذَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ ـ

'কেউ যদি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী এবং দুই রানের মধ্যবর্তী জিনিসের গ্যারান্টি দিতে পারে আমি তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিতে পারি।'[১২৪]

শুরাইহ্ আল কুযায়ী (রা) থেকে সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ ـ

'যে আল্লাহ্ এবং পরকালের বিশ্বাস করে তার উচিত ভালো কথা বলা কিংবা চুপ থাকা।'[১২৫]

শাখা-৩৫. আমানাত (গচ্ছিত বস্তু)

কেউ কারও কাছে কিছু আমানত বা গচ্ছিত রাখলে তা তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া অবশ্যকর্তব্য। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا ـ

---

১২৩. সহীহ্ আল বুখারী, আদাব অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার অধ্যায়, 'মিথ্যার কদর্য ও সত্যের সৌন্দর্য ও তার ফযীলত' শিরোনাম (হাদীস-৬৩৩৯)।

১২৪. দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস বলতে মুখ এবং দুই রানের মধ্যবর্তী জিনিস বলতে লজ্জাস্থানকে বুঝানো হয়েছে। কারণ বেশীর ভাগ পাপ মানুষ মুখ ও লজ্জাস্থানের মাধ্যমেই করে থাকে। – অনুবাদক

১২৫. সহীহ্ আল বুখারী, আদাব বা শিষ্টাচার অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, লুকতা বা হারানো বস্তু প্রাপ্তি অধ্যায় (হাদীস-৪৩৬৪)।

'আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানাতকে তার প্রাপকের কাছে ফিরিয়ে দিতে।'[১২৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে–

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ ـ

'যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে তবে যাকে বিশ্বাস করা হয় তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা।'[১২৭]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ـ

'তোমার কাছে কেউ কিছু আমানাত রাখলে সেই আমানাত তার কাছে ফিরিয়ে

---

১২৬. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৫৮।

১২৭. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৮৩।

আমানাত একটি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এর সংরক্ষণ ও প্রাপকের কাছে তা প্রত্যর্পণ করা অন্যতম ঈমানী দায়িত্ব। ইমাম কুরতুবী বলেছেন– 'আমানাত অনেক প্রকার তার মধ্যে প্রধান কয়েক প্রকার হচ্ছে– গচ্ছিত বস্তু, হারানো বস্তু প্রাপ্তি, রেহেন, ধার ইত্যাদি'।

ইমাম নববী বলেছেন– 'আমানাতের সাধারণ অর্থ হচ্ছে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। যেমন আল্লাহ্‌র ইবাদাতের মাধ্যমে তার বান্দা হিসেবে সঠিক দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ্ ওয়াদা নিয়েছেন। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন–

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط

'আমি এই আমানাতকে আসমান, জমিন ও পাহাড়-পর্বতের কাছে রাখতে চাইলাম, তারা গ্রহণ করতে রাজী হলো না, ভয় পেয়ে গেল কিন্তু মানুষ তা নিজের কাঁধে তুলে নিল।' (সূরা আল আহযাব : ৭২)

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে– 'আমানাত বলা হয় আনুগত্য, ইবাদাত এবং নির্ভরযোগ্যতাকে।'

বারা ইবনু আযিব, ইবনু মাসউদ এবং ইবনু আব্বাস (রা) প্রমুখের মতে– 'প্রত্যেকটি জিনিসের সাথেই আমানাত শব্দটি জড়িয়ে আছে। যেমন– ওযু, সালাত, যাকাত, রোযা, বিচার-আচার, ওজন-পরিমাপ ইত্যাদি সহ চোখ, কান, জিহ্বা, হাত, পা এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু ব্যবহারও আমানাতের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। আর নিজেদের আমানাতের ব্যাপারেও খিয়ানত করো না।' (সূরা আনফাল : ২৭) –লেখক

দাও, আর কেউ যদি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।'[১২৮]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ. اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا ائْتُمِنَ خَانَ ـ

'তিনটি অভ্যাস যার মধ্যে থাকবে সে মুনাফিক। যদি রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে তবু। অভ্যাস তিনটি হচ্ছে– কথা বললে মিথ্যা বলে, কাউকে ওয়াদা দিলে তা পূর্ণ করে না এবং তার কাছে কিছু আমানাত রাখা হলে খিয়ানাত করে বসে।'[১২৯]

শাখা-৩৬. মানুষ হত্যা না করা

মানুষ হত্যা করা ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য। মানুষ হত্যা শরীআতে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ

কেউ ইচ্ছেকৃত কোনো ঈমানদারকে হত্যা করলে তার পরিণাম জাহান্নাম। সেখানে স্থায়ীভাবে সে থাকবে। আর আল্লাহ্ও তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন।'[১৩০]

আরও বলা হয়েছে–

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ـ

'তোমরা পরস্পর খুনাখুনিতে লিপ্ত হয়ো না।'

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন–

قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوْقٌ ـ

'কোনো মুসলিমের সাথে লড়াই করা কুফরী এবং গালি দেয়া ফাসেকী।'[১৩১]

---

১২৮. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

১২৯. সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, 'মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য' শিরোনাম।

১৩০. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৯৩।

১৩১. সহীহ্ আল বুখারী, ঈমান অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়।

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

اَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ ـ

'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে খুনের বিচার করা হবে।'[১৩২]

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

لاَ يَزَالُ الْمُسْلِمُ فِىْ فَسَحَةٍ مِّنْ دِيْنِهٖ مَا لَمْ يُصَبْ دَمًا حَرَامًا ـ

'একজন মুসলিম কখনও তার দীনের সীমালংঘন করে না এবং অযথা রক্তপাত এড়িয়ে চলে, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন।[১৩৩]

শাখা-৩৭. লজ্জাস্থানের হিফাযত করা

ঈমানের অন্যতম একটি শাখা হচ্ছে লজ্জাস্থানের হিফাযত বা বৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط

'তারা যেন নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে।'[১৩৪]

মহিলাদের লক্ষ্য করে আবার বলা হয়েছে–

وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ـ

'মহিলারা যেন তাদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে।'[১৩৫]

সূরা আল মুমিনূনে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ـ

'(সফল সেইসব মুমিন) যারা তাদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে।'[১৩৬]

---

১৩২. সহীহ্ আল বুখারী, রিকাক অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, কাসামা অধ্যায়।

১৩৩. সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম।

১৩৪. সূরা আন নূর, আয়াত : ৩০

১৩৫. সূরা আন নূর, আয়াত : ৩১।

১৩৬. সূরা আল মুমিনূন, আয়াত : ৫।

লজ্জাস্থানের হিফাযত বলতে যৌনস্পৃহাকে অস্বীকার করা নয়। বৈধপথে যৌন চাহিদা পূরণ করা জায়েয। অবৈধ পথে যৌন চাহিদা পূরণ না করাকে 'লজ্জাস্থান হিফাযত' বলা হয়েছে। এ কথাটি অন্য আয়াতে সুস্পষ্ট বলেই দেয়া হয়েছে–

وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً ـ

'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, কেননা তা অশ্লীল ও মন্দ পথে নিয়ে যায়।'[১৩৭]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ـ

'ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত থাকাবস্থায় মুমিন থাকে না। চুরি করার সময় চোরও ঈমানদার থাকে না। মাদকসেবী মাদক সেবনের সময় মুমিন থাকে না। এমনকি মানুষের চোখের সামনে লুটেরা যখন লুটপাট করতে থাকে তখন সে ঈমানদার থাকে না।'[১৩৮]

শাখা-৩৮. অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ দখল না করা

অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ দখল বলতে বুঝায়, চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ সহ বিভিন্নভাবে প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ নিজ করায়ত্তে নেয়া। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَلاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ـ

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ দখল করো না।'[১৩৯]

---

১৩৭. সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৩২।

১৩৮. সহীহ্ আল বুখারী, পানীয় অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায় (হাদীস-১০৮)।

১৩৯. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৮৮।

অন্যত্র বলা হয়েছে–

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ـ وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ط

'তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহ্‌র পথে অধিক পরিমাণে বাধা দেয়ার কারণে ইহুদীদের জন্য হারাম করে দিয়েছি অনেক পূতপবিত্র জিনিস যা তাদের জন্য হালাল ছিল। (তাদের আরও অপরাধ ছিল) তারা লোকদের থেকে সুদ গ্রহণ করতো যা তাদেরকে বারণ করা হয়েছিল; তারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করতো।'[১৪০]

ওজন বা পরিমাপে কম দেয়া, আবার নেয়ার সময় ওজন বা পরিমাপে বেশী নেয়া– এটি অন্যায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার ঘোষণা–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ـ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ـ

'ধ্বংস ঠগবাজদের জন্য। যারা লোকদের থেকে নেয়ার সময় পুরোপুরি নেয় এবং ওজন বা পরিমাপ করে দেয়ার সময় কম দেয়।'[১৪১]

সূরা বানী ইসরাঈলে বলা হয়েছে–

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ـ

'মেপে দেয়ার সময় সঠিকভাবে মেপে দেবে এবং ওজন করে দিলে সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে।'[১৪২]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বিদায় হাজ্জের দিন মিনায় বলেছেন–

اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ ـ

---

১৪০. সূরা আন নিসা, আয়াত : ১৬০, ১৬১।

১৪১. সূরা আল মুত্বাফফিফীন, আয়াত : ১-৩।

১৪২. সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৩৫।

‘তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মানকে পবিত্র ঘোষণা করা হল।’[১৪৩]

শাখা-৩৯. হারাম খাদ্য ও পানীয় বর্জন করা

খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের বেলায়ও বাছবিচার করতে হবে। এটি ঈমানের অন্যতম শাখা। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ قف

‘তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে– মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং সেইসব পশু যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নামে যবাহ্ করা হয়েছে, যা গলায় ফাঁস লেগে, আঘাত পেয়ে বা উপর থেকে পড়ে গিয়ে বা অন্য পশুর শিঙের আঘাতে অথবা যা কোনো হিংস্র পশু ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে– তা জীবিত পেয়ে যবাহ্ করলে ভিন্ন কথা– যা কোনো আস্তানায় বলি দেয়া হয়েছে।’[১৪৪]

সূরা আন‘আমে বলা হয়েছে এভাবে–

قُلْ لاَ اَجِدُ فِىْ مَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ج

‘হে নবী! আপনি বলে দিন, আমার কাছে যে ওহী আসে তাতে এমন কোনো জিনিস পাইনা যা খাওয়া কারও জন্য হারাম। তবে মৃত, প্রবাহিত রক্ত কিংবা শূকরের গোশ্ত হলে ভিন্ন কথা, কারণ তা অপবিত্র জিনিস। আর যদি ফিস্ক হয় – যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নামে যবাহ্ করা হয়ে থাকে– তাও।’[১৪৫]

---

১৪৩. সহীহ্ আল বুখারী, হাজ্জ অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, হাজ্জ অধ্যায়, ‘রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাজ্জ’ শিরোনাম।

১৪৪. সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৩।

১৪৫. সূরা আন‘আম, আয়াত : ১৪৫।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা আরও বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ وَالاَنْصَابُ وَالاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ -

'হে ঈমানদারগণ! মাদকদ্রব্য, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর এসব শয়তানী কাজ। এসব থেকে বেঁচে থাক।'[১৪৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ -

'তারা আপনাকে মাদকদ্রব্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলে দিন এগুলোর মধ্যে রয়েছে মহাপাপ।'[১৪৭]

আল্লাহ্ আরও বলেছেন–

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ وَالاِثْمِ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ -

'আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, আরও হারাম করেছেন গুনাহ্ এবং অন্যায়-অত্যাচার।'[১৪৮]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ -

'নেশা সৃষ্টি করে এমন যে কোনো পানীয়ই হারাম।'[১৪৯]

সহীহ্ মুসলিমে ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ -

---

১৪৬. সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৯০।

১৪৭. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২১৯।

১৪৮. সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ; ৩৩।

১৪৯. সহীহ্ আল বুখারী, পানীয় অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, পানীয় অধ্যায় (হাদীস-৫০৪১)।

'যা নেশা সৃষ্টি করে তাই মাদকদ্রব্য, আর মাদকদ্রব্য মাত্রই হারাম।'[১৫০]

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন–

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لاَ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ.

'যে ব্যক্তি পৃথিবীতে নেশাজাত দ্রব্য গ্রহণ করবে এবং তাওবা না করে মারা যাবে, আখিরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত হবে।'[১৫১]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে–

اَتِىَ لَيْلَةَ اَسْرِىَ بِهٖ بِاِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا فَاَخَذَ الَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ الْفِطْرَةِ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ -

'মিরাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মদ ও দুধের দুটো গ্লাস হাজির করা হলে তিনি দুটোর দিকেই তাকালেন, তারপর দুধের গ্লাস তুলে নিয়ে পান করলেন। জিবরীল (আ) বললেন– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আপনাকে স্বভাবসুলভ পথ গ্রহণে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করতেন তাহলে আপনার উম্মাত বিভ্রান্ত হয়ে যেত।'[১৫২]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে–

وَلاَ يَشْرِبُ الْخَمْرَ الشَّارِبُ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ -

'কোনো মাদকদ্রব্য সেবনকারী যখন মাদকদ্রব্য সেবন করে তখন সে মুমিন থাকে না।'[১৫৩]

সহীহ্ মুসলিম সহ আরও কিছু গ্রন্থে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ الْمُرْسَلِيْنَ -

---

১৫০. সহীহ্ মুসলিম, পানীয় অধ্যায় (হাদীস-৫০৫১)।

১৫১. সহীহ্ আল বুখারী, পানীয় অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, পানীয় অধ্যায়, (হাদীস-৫০৫৩)।

১৫২. সহীহ্ আল বুখারী, পানীয় অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম পানীয় অধ্যায় (হাদীস-৫০৭০)।

১৫৩. সহীহ্ আল বুখারী, পানীয় অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, ঈমান অধ্যায় (হাদীস-১০৮)।

'হে লোক সকল! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পবিত্র এবং পবিত্র জিনিস ছাড়া তিনি গ্রহণ করেন না। মুমিনদেরকে তিনি সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ নবী রাসূলদের দিয়েছিলেন। নির্দেশ ছিলো–

يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ -

'হে নবী রাসূলগণ! পবিত্র জিনিসসমূহ খাও এবং সৎ কাজ কর, তোমরা যা কিছু কর তা আমি খুব ভালো করেই জানি।' (সূরা আল মুমিনূন : ৫১)

মানুষকে লক্ষ্য করে তিনি সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا ز وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ ط

'হে মানুষ! জমিনে যেসব হালাল ও পবিত্র জিনিস রয়েছে সেগুলো খাও, আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।' (সূরা আল বাকারা : ১৬৮)

তারপর বললেন– এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে এলো, চুলগুলো এলোমেলো, কাপড় ধুলোমলিন, এমতাবস্থায় সে উপরের দিকে হাত উঠিয়ে দু'আ করতে লাগলো– হে আমার প্রতিপালক! হে আমার রব! এইভাবে, অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম এমনকি তার পরনের পোশাকটিও হারামের টাকায় কেনা, এমতাবস্থায় কীভাবে তার দু'আ কবুল হতে পারে?

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে নু'মান ইবনু বশীর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন–

اِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذٰلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعَرَضِهِ وَدِيْنِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِىْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمِىْ يُوْشَكُ اَنْ يَّقَعَ فِيْهِ اَلاَ وَاِنَّ لِكُلِّ مُلْكٍ حِمًى وَحِمَى اللّٰهِ فِى الاَرْضِ مُحَارِمُهُ -

'হালালসমূহ সুস্পষ্ট, হারামসমূহও সুস্পষ্ট, আর কিছু আছে সংশয়যুক্ত, অধিকাংশ

মানুষ তা জানে না। যে সংশয়যুক্ত বিষয় এড়িয়ে চলবে সে নিজের সম্মান ও দীনকে নিরাপদ রাখতে পারবে। আর যে সংশয়যুক্ত বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে সে প্রকারান্তরে হারামে লিপ্ত হবে। যেমন কোনো রাখাল যদি সংরক্ষিত চারণভূমির প্রান্তসীমায় তার পশু চড়ায় তাহলে যে কোনো মুহূর্তে তা সীমালংঘন করে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহ্‌র যেমন একটি সংরক্ষিত চারণভূমি রয়েছে, তেমনি পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত চারণভূমি হচ্ছে তার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ।'[১৫৪]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন–

اِنِّىْ لاَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِىْ فَاَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِىْ اَوْ فِىْ بَيْتِىْ فَاَرْفَعُهَا لاٰكُلَهَا اَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَاُلْقِيهَا ـ

'আমি একবার বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে আমার বিছানায় বা ঘরে একটি খেজুর পেয়ে খেয়ে ফেললাম। পরক্ষণেই মনে হলো সেটি তো সাদকার খেজুরও হতে পারে। তখন আমি তা বমি করে ফেলে দিলাম।'[১৫৫]

সহীহ্ আল বুখারীতে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে–

كَانَ لاَبِىْ بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَاْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَىْءٍ فَاَكَلَ مِنْهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ ـ اَتَدْرِىْ مَاهٰذَا ؟ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمَا هُوَ ؟ قَالَ تَكَهَّنْتُ لاِنْسَانٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا اُحْسِنُ الْكَهَانَةَ اِلاَّ اَنِّىْ خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِىْ فَاَعْطَانِىْ بِذٰلِكَ فَهٰذَا الَّذِىْ اَكَلْتَ مِنْهُ ـ قَالَتْ فَاَدْخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَىْءٍ فِىْ بَطْنِهِ ـ

'আবু বকর (রা)-এর এক ক্রীতদাস খারাজ[১৫৬] কালেকশানে নিয়োজিত ছিলো। একদিন সে কিছু খাদ্য নিয়ে এলো। আবু বকর (রা) তা থেকে খেলেন। ক্রীতদাস বললো– আপনি কি জানেন এ খাদ্য আমি কোত্থেকে পেয়েছি? তিনি

১৫৪. সহীহ্ আল বুখারী, ঈমান অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, মুসাকাত অধ্যায়।

১৫৫. সহীহ্ আল বুখারী, 'হারানো জিনিস প্রাপ্তি' অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, যাকাত অধ্যায়।

১৫৬. ভূমিকর যা অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায় করা হতো।

বললেন– কোত্থেকে? সে বললো– আমি জাহেলী যুগে লোকদের ভাগ্য গণনা করতাম, অথচ সেই বিদ্যা আমার জানা ছিল না। শুধু শুধু লোকদের ধোঁকা দিতাম। আজ তাদের একজনের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় এগুলো আমাকে দিয়েছে, যা আপনি খেলেন। আয়িশা (রা) বলেন– তখন আবু বকর (রা) মুখের ভেতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে পেটে যা কিছু ছিল বমি করে ফেলে দিলেন।'[১৫৭]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সম্পর্কে যায়িদ ইবনু আসলাম (রা) বর্ণনা করেছেন–

شَرِبَ لَبَنًا فَاَعْجَبَهُ فَقَالَ لِلَّذِىْ سَقَاهُ - مِنْ اَيْنَ لَكَ هٰذَا اللَّبَنَ ؟ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَاِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ فَحَلَبُوْهُ مِنْ اَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِىْ سِقَائِىْ وَهُوَ هٰذَا - فَاَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ -

'একবার উমার (রা)-কে কিছু দুধ পান করানো হলো। যা তিনি পছন্দ করতেন। পরে যিনি দুধ পান করিয়েছেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন– তুমি এ দুধ কিভাবে পেলে? তাঁকে বলা হলো তিনি পানি আনতে কূপের কাছে গিয়েছিলেন। দেখলেন বেশ কিছু সাদকার ছাগল সেখানে পানি পান করানোর জন্য আনা হয়েছে। অনেকে সেসব ছাগলের দুধ দোহন করে নিচ্ছে, তিনিও একটি ছাগলের দুধ দোহন করে এনেছেন। একথা শুনে উমার (রা) গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে সবকিছু বমি করে ফেলে দিলেন।'[১৫৮]

শাখা-৪০. পোশাক ও সাজসজ্জা বিষয়ে সতর্কতা

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا فَلَنْ يَّلْبَسَهُ فِى الْاٰخِرَةِ -

'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমজাত কাপড় চোপড় পরবে সে আখিরাতে তা পরতে পারবে না।'[১৫৯]

---

১৫৭. সহীহ্ আল বুখারী।

১৫৮. ইমাম বাইহাকী তাঁর নিজস্ব সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৫৯. সহীহ্ আল বুখারী, পোশাক পরিচ্ছদ অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, পোশাক ও সাজসজ্জা অধ্যায় (হাদীস-৫২৫২)

একবার হুযাইফা (রা) পানি পান করতে চাইলে এক অগ্নি উপাসক তাঁকে রূপার গ্লাসে পানি এনে দেয় পান করার জন্য। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি-

لاَ تَلْبِسُوْا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَاْكُلُوْا فِىْ صِحَافِهَا فَانِّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

'তোমরা মিহি কিংবা মোটা রেশমী কাপড় পরবে না, সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করবে না। কারণ এসব দুনিয়াতে তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্য এবং আখিরাতে তোমাদের জন্য।'[১৬০]

সহীহ্ মুসলিমে ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ ـ

'আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন, অহংকার মানুষকে সত্য-বিমুখ করে এবং লোকদের কাছে হেয় করে।'[১৬১]

আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার আয়িশা (রা) একটি পশমী চাদর ও একটি মোটা কাপড়ের পাজামা দেখিয়ে বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) এগুলো রেখে গেছেন।[১৬২]

আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন-

لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامِ اِلٰى مَنْ جَرَّ ثَوْبَه خُيَلاَءَ ـ

'যে ব্যক্তি অংহকার বশত পায়ের গোড়ালীর গিঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকিয়েও দেখবেন না।'[১৬৩]

---

১৬০. সহীহ্ আল বুখারী, পোশাক পরিচ্ছদ অধ্যায়; সহীহ্ মুসলিম, পোশাক ও সাজসজ্জা অধ্যায়, (হাদীস-৫২২৬)।

১৬১. সহীহ্ মুসলিম।

১৬২. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

১৬৩. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম; নাসাঈ।

শাখা-৪১. নিষিদ্ধ খেলাধুলা বর্জন করা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ـ

'হে নবী আপনি বলে দিন, আল্লাহ্র কাছে যা কিছু আছে তা খেলাধুলা ও ব্যবসা বাণিজ্যের চেয়ে অনেক ভালো।'[১৬৪]

বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَاَنَّمَا صَبَغَ يَدَهٗ فِىْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهٖ ـ

'যে ব্যক্তি পাশা (বা জুয়া) খেললো সে যেন তার হাত শূকরের গোশ্ত ও রক্তে রাঙিয়ে নিল।'[১৬৫]

শাখা-৪২. আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় করা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ـ

'তোমরা (কৃপণতা করে) নিজেদের হাত গলার সাথে বেঁধে রেখো না আবার খোলামেলা ছেড়েও দিয়ো না। তাহলে তোমরা অক্ষম হয়ে যাবে, তিরস্কৃত হবে।'[১৬৬]

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ـ

'তারা খরচ করলে অপচয়ও করে না আবার কার্পণ্যও করে না বরং তারা এ দুটো অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থান করে।'[১৬৭]

---

১৬৪. সূরা আল জুম'আ, আয়াত : ১১।

১৬৫. সহীহ্ মুসলিম, কবিতা অধ্যায় (হাদীস-৫৬৯৯)।

১৬৬. সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ২৯।

১৬৭. সূরা আল ফুরকান, আয়াত : ৬৭।

সহীহ্ মুসলিমে মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন– তিনটি বিষয় পরিহার করতে।

১. অতিরিক্ত ঠাট্টা মশকরা, ২. সম্পদের অপচয় এবং ৩. ভিক্ষাবৃত্তি।[১৬৮]

শাখা-৪৩. হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

'এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।'[১৬৯]

অন্যত্র বলা হয়েছে–

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ج

'এরা কি শুধু মানুষের প্রতি এজন্য হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তাদরেকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন?'[১৭০]

সহীহ্ মুসলিমে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন–

لاَتَحَاسَدُوْا وَلاَتَبَاغَضُوْا وَلاَتَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ـ

'তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্ক ছিন্ন করো না, তোমরা আল্লাহ্র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাক।'[১৭১]

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

لاَتَبَاغَضُوْا وَلاَتَحَاسَدُوْا وَلاَتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ يَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ـ

---

১৬৮. সহীহ্ মুসলিম।

১৬৯. সূরা আল ফালাক, আয়াত : ৫।

১৭০. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৫৪।

১৭১. সহীহ্ মুসলিম।

'তোমরা পরস্পর ঘৃণা করো না, হিংসা করো না, একজন আরেকজনের পেছনে লেগে যেও না, আল্লাহ্‌র বান্দা ও ভাই হয়ে থাক। একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী কথা না বলা ঠিক নয়, পরস্পর দেখা হলে একজন এদিক আরেকজন ওদিক মুখ ফিরিয়ে নেবে এটি ভালো কথা নয়। দু'জনের মধ্যে উত্তম সেই, যে আগে সালাম দিয়ে কথা বলবে।'[১৭২]

'এবং হিংসুটের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।' (সূরা আল ফালাক : ৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (র) বলেছেন– এটিই প্রথম অপরাধ যা জান্নাতে সংঘটিত হয়েছিল।[১৭৩]

আহ্‌নাফ ইবনু কাইস (র) বলেছে– পাঁচটি কথা আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল, কথাগুলো হচ্ছে– হিংসুটের শান্তি নেই, মিথ্যেবাদীর কোনো ভাবমূর্তি নেই, লোভীকে দিয়ে কোনো বিশ্বাস নেই, কৃপণের কোনো মনোবল নেই এবং অসৎ লোকের কোনো চরিত্র নেই।[১৭৪]

শাখা-৪৪. কাউকে অপবাদ না দেয়া বা হেয় না করা

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط

'যারা চায় ঈমানদার লোকদের মধ্যে বেহায়াপনা-অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করুক, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।'[১৭৫]

সূরা আন নূরেরই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

---

১৭২. সহীহ্‌ আল বুখারী।

১৭৩. ইমাম বাইহাকী নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৭৪. ইমাম বাইহাকী নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৭৫. সূরা আন নূর, আয়াত : ১৯।

'যারা পবিত্র চরিত্রের সাদাসিদা মুসলিম মহিলাদের অপবাদ দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তারা অভিশপ্ত, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।'[১৭৬]

সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ اَمْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ـ

'এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুল্‌ম করবে না, তাকে লাঞ্ছিত করবে না এবং হেয় করবে না। 'তাকওয়া এখানে'– একথা বলে তিনি তিনবার বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় করে। প্রতিটি মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের জান, মাল ও সম্মান (ক্ষতি করা) হারাম।'[১৭৭]

সহীহ্ আল বুখারীতে আবু যার (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন–

لاَ يَرْمِىْ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفِسْقِ وَلاَ يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلاَّ وَارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَالِكَ ـ

'কেউ যেন কাউকে ফাসিক বা কাফির না বলে। যাকে ফাসিক বা কাফির বলা হলো সে যদি সেরূপ না হয় তাহলে সেই কথা বক্তার উপরই পতিত হয়।'[১৭৮]

---

১৭৬. সূরা আন নূর, আয়াত : ২৩। ইমাম বাইহাকী বলেন– পবিত্র চরিত্রের মহিলাদের অপবাদ দেয়া বলতে ব্যভিচারের অপবাদের কথা বুঝানো হয়েছে। এটি বড়ো মারাত্মক অপরাধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবীরা গুনাহ্ হিসেবে যেসব অপরাধকে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলোর মধ্যে পবিত্র চরিত্রের মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়াও একটি। যারা এরূপ অপরাধে লিপ্ত হবে তারা ফাসিক, তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। সেই সাথে তাদের উপর হাদ (শরীআহ্ নির্দিষ্ট শাস্তি)ও কার্যকর করা হবে।

১৭৭. সহীহ্ মুসলিম (হাদীস-৬৩০৯)।

১৭৮. সহীহ্ আল বুখারী।

শাখা-৪৫. ইখলাস (একনিষ্ঠতা বা আন্তরিকতা)

লোক দেখানো কাজ পরিহার করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করাও ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ ـ

'তাদেরকে এ নির্দেশ ছাড়া আর কোনো নির্দেশই দেয়া হয়নি যে, নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে এবং দীনকে কেবল তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে নেবে।'[১৭৯]

সূরা আশ্ শূরায় বলা হয়েছে–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهٖ ج وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ـ

'যে ব্যক্তি পরকালিন ফসল চায়– তার ফসল আমরা বাড়িয়ে দেই আর যে দুনিয়ার ফসল পেতে চায়– তাকে দুনিয়াতেই দান করি। পরকালে সে কিছুই পাবে না।'[১৮০]

আরও বলা হয়েছে–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلاَّ النَّارُ صلے وَحَبِطَ مَاصَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

'যারা কেবল পার্থিব জীবন এবং তার চাকচিক্যই প্রতাশা করে তাদের কাজকর্মের যাবতীয় ফল আমরা এখানেই তাদেরকে দান করি। এ ব্যাপারে কোনো কম করা হয় না। কিন্তু পরকালে আগুন ছাড়া তাদের জন্য আর কিছুই নেই। (তখন তারা বুঝতে পারবে) পৃথিবীতে যা কিছু বানিয়েছে এবং যা কিছু করেছে, তা সবই বিফল হয়ে গেছে।'[১৮১]

সূরা আল কাহ্‌ফে আরও সুস্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদের কী করা উচিত। বলা হয়েছে–

---

১৭৯. সূরা আল বাইয়্যিনাহ্, আয়াত : ৫।

১৮০. সূরা আশ শূরা, আয়াত : ২০।

১৮১. সূরা হূদ, আয়াত : ১৫, ১৬।

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا -

'কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন আমলে সালেহ্ (সৎ কাজ) করে এবং প্রতিপালকের ইবাদাতের সাথে আর কাউকে শরীক না করে।'[১৮২]

সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন– 'মহান আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা বলেন, আমি অংশীদারমুক্ত। কাজেই কেউ যদি আমার জন্য আমল করে এবং তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করে, শির্‌কযুক্ত সেই আমলের আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

আবু উমারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– 'ইখলাস (আন্তরিকতা) কী? তিনি বললেন– আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও প্রশংসা না করা।'

সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রা) বলেছেন– মুখলেস ব্যক্তি ছাড়া রিয়া (লোক দেখানো ইবাদাত)-এর মর্ম আর কেউ বুঝে না, তেমনিভাবে নিফাকের (কপটতা) মর্ম কেবল একজন ঈমানদারই বুঝে। আর আলিম (জ্ঞানী) ছাড়া মূর্খতার মর্ম কে আর বুঝবে, যেমন গুনাহ্‌র মর্ম আল্লাহ্‌র একান্ত বাধ্যগত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই বুঝে না।'[১৮৩]

রবী' ইবনু খুশাইম (রা) বলেছেন– 'কোনো কাজের পেছনে যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যই না থাকে তবে সেই কাজ অনর্থক।'

জুনাইদ (র) বলেন– 'কোনো বান্দার ভেতর যদি আদম (আ)-এর মত মুখাপেক্ষিতা, ঈসা (আ)-এর মত সংসার বিমুখতা, আইউব (আ)-এর মত কষ্টক্লেশ ভোগ, ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর মত আনুগত্য, ইদ্‌রীস (আ)-এর মত দৃঢ়তা, ইবরাহীম (আ)-এর মত আন্তরিকতা এবং মুহাম্মদ (সা)-এর মত চরিত্র থাকে। তারপরও যদি তার অন্তরে গাইরুল্লাহ্‌র প্রতি বিন্দু পরিমাণ আস্থা থাকে, তাহলে এসব গুণ আল্লাহ্‌র কোনো প্রয়োজন নেই।'

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেছেন– 'আল্লাহ্ ছাড়া যেহেতু সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে তাই আমি তাকে ছাড়া আর কিছুই চাই না।'

তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আ) বলতেন–

---

১৮২. সূরা আল কাহ্‌ফ, আয়াত : ১১০।

১৮৩. ইমাম বাইহাকী।

'কেউ যদি রোযা রাখে সে যেন তার দাড়ি এবং ঠোঁটে কিছু তেল মাখিয়ে নেয়, যেন অন্যেরা বুঝতে না পারে যে, সে রোযা রেখেছে। কেউ কিছু দান করতে চাইলে সে যেন এমনভাবে দান করে যাতে তার বাম হাতও টের না পায়। আর যদি কেউ (নফল) নামায পড়তে চায় সে যেন তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। আল্লাহ্ যেভাবে রিযিক বণ্টন করে থাকেন তেমনিভাবে প্রশংসা এবং মর্যাদাও বণ্টন করেন।'

যিন্নুন মিসরী বলেছেন– 'অনেক উলামা বলেন, ইখলাস (আন্তরিকতা) বান্দাকে আল্লাহ্র ভালবাসার গভীরতম স্থানে পৌঁছে দেয় যা সে নিজেও বুঝে না।'

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (র) বলেছেন, একবার আমার শিক্ষক রবী'আ আর-রাঈ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে মালিক! বলতো সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? বললাম– যে ব্যক্তি তার দীনকে (বিক্রি করে) খায়। তখন আবার জিজ্ঞেস করলেন– এবার বলতো নিকৃষ্টদের মধ্যে নিকৃষ্ট কে? আমি বললাম– যে পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য তার দীনকে বিপর্যস্ত করে দেয়। তিনি বললেন– তুমি ঠিকই বলেছো।'

ইবনুল আরাবী (র) বলেছেন– 'সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সেই ব্যক্তি, যে লোক দেখানো সৎ সাজে এবং মানুষকে দেখাবার জন্য কাজ করে। অথচ সে বুঝে না আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই তার অত্যন্ত কাছে থাকে না।'

আলিমগণ বলেছেন– 'মুমিনরা আল্লাহ্কে ভয় করে আর মুনাফিকরা ভয় করে শাসককে এবং লোক দেখানোর জন্য কাজ করে।'

শাখা-৪৬. সৎ কাজে আনন্দ ও অসৎ কাজে মর্মপীড়া অনুভব করা

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে সংকলন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ۔

'যে ব্যক্তি সৎ কাজে আনন্দ পায় এবং মন্দ কাজে মর্মপীড়া অনুভব করে সে মুমিন।'

শাখা-৪৭. গুনাহ্র চিকিৎসা : তাওবা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَتُوبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র কাছে তাওবা কর। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।'[১৮৪]

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র কাছে তাওবা কর, খাঁটি ও সত্যিকার তাওবা।'[১৮৫]

সূরা আয যুমারে বলা হয়েছে–

وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ـ

'ফিরে এসো তোমার প্রতিপালকের দিকে এবং তাঁর অনুগত হও, তোমাদের উপর আযাব আসার আগে।'[১৮৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اَنَّهٗ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ وَاِنِّىْ لاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِأَةَ مَرَّةٍ ـ

'আমার অন্তরও মাঝে মাঝে ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। আমি আল্লাহ্র কাছে প্রতিদিন একশ'বার তাওবা করে থাকি।'[১৮৭]

শাখা-৪৮. আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য কুরবানী ও আত্মত্যাগ

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ـ

'আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন।'[১৮৮]

---

১৮৪. সূরা আন নূর, আয়াত : ৩১।

১৮৫. সূরা আত তাহ্রীম, আয়াত : ৮। কাতাদা (র) বলেছেন– নাসূহা অর্থ খাঁটি ও আন্তরিক তাওবা। নু'মান ইবনু বশীর আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন– 'তাওবাতান নাসূহা' কী? জবাবে তিনি বলেছিলেন– মানুষ কোনো অন্যায় করার পর এমনভাবে তাওবা করবে যাতে সেই অন্যায়ের আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন– 'কোনো অপরাধী যদি (উপরিউক্তভাবে) তাওবা করে তাহলে তাকে এমনভাবে মাফ করে দেয়া হয় তার আর কোনো গুনাহ্ অবশিষ্ট থাকে না।'

১৮৬. সূরা আয যুমার, আয়াত : ৪৫।

১৮৭. সহীহ্ মুসলিম; সুনানু আবী দাউদ।

১৮৮. সূরা আল কাউছার, আয়াত : ২।

সূরা আল হাজ্জে বলা হয়েছে–

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ق

আর কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট উটগুলোতে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য করেছি। এতে বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে।'[১৮৯]

এই সূরার অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ـ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের সম্মান করে, তা মূলত অন্তরের তাকওয়া হতেই হয়ে থাকে।'[১৯০]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিংওয়ালা সাদা দুটো মেষ কুরবানী করতে দেখেছি। তিনি মেষের পাঁজরে হাঁটু রেখে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে নিজ হাতে কুরবানী করেছেন।[১৯১]

শাখা-৪৯. নেতার আনুগত্য করা

নেতার আনুগত্য করাও ঈমানের অন্যতম দাবী। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ

'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা নির্দেশ দেবার অধিকারী তাদের আনুগত্য কর।'[১৯২]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِيْعُ الاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِى الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ ـ

---

১৮৯. সূরা আল হাজ্জ, আয়াত : ৩৬।

১৯০. সূরা আল হাজ্জ, আয়াত : ৩২।

১৯১. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

১৯২. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৫৯।

'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো, তেমনিভাবে যে আমার অবাধ্য হলো সে যেন আল্লাহ্‌র অবাধ্য হলো। আর যে আমীরের আনুগত্য করলো সে যেন আমারই আনুগত্য করলো, যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হলো সে প্রকারান্তরে আমারই অবাধ্য হলো।'[১৯৩]

আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন–

يَا اَبَا ذَرٍّ اِسْمَعْ وَاَطِعْ وَلَوْ عَبْدًا حَبْشِيًا مُجَدَّعَ الْاَطْرَافِ ـ

'হে আবু যার! শুনবে এবং মানবে। যদি কালো কুৎসিত এবং এবড়ো থেবড়ো মাথাবিশিষ্ট হাবশী (তোমাদের নেতা) হয় তবু।'[১৯৪]

শাখা-৫০. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا ـ

'তোমরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র রশিকে আঁকড়ে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'[১৯৫]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ

'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো এবং আনুগত্য পরিহার করলো অতপর মারা গেল, তার মৃত্যু হলো জাহেলিয়াতের মৃত্যু।'[১৯৬]

আরফাজা ইবনু শুরাইহ্ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

سَتَكُوْنُ بَعْدِىْ هِنَاةٌ وَهِنَاةٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يُفَرِّقُ اَمْرَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَهِىَ جَمِيْعٌ فَاقْتُلُوْهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ ـ

---

১৯৩. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

১৯৪. ইমাম বাইহাকী নিজস্ব সনদে।

১৯৫. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩।

১৯৬. সহীহ্ মুসলিম।

'আমার পরে যে ব্যক্তি উম্মাতে মুহাম্মাদীর ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট করতে চাবে এবং জামা'আতকে ছিন্নভিন্ন করতে চাবে তাকে তোমরা হত্যা করবে।'[১৯৭]

শাখা-৫১. আদল-ইনসাফের সাথে বিচার-ফায়সালা করা

আদল-ইনসাফের সাথে বিচার-ফায়সালা করাও ঈমানের অন্যতম শাখা। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ـ

'তোমরা যখন লোকদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করবে তখন আদল-ইনসাফের সাথে করবে।'[১৯৮]

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে–

وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا ـ

(হে নবী!) 'আপনি খিয়ানতকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের সমর্থনে বিতর্ককারী হবেন না।'[১৯৯]

সূরা আল হুজুরাতে বলা হয়েছে–

وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ

'তোমরা ইনসাফ কর। আল্লাহ্ ইনসাফকারী লোকদেরকেই পছন্দ করেন।'[২০০]

আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَاٰخَرَ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهُمَا ـ

'দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারও ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায় না। এক. যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তা যথার্থ ক্ষেত্রে ব্যয় করার তাওফিক দিয়েছেন। দুই. যাকে আল্লাহ্ হিকমাত দান করেছেন, সেই ব্যক্তি তদানুযায়ী কাজ করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।'[২০১]

---

১৯৭. সহীহ্ মুসলিম, ইমারাহ্ (নেতৃত্ব) অধ্যায়।
১৯৮. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৫৮।
১৯৯. সূরা আন নিসা, আয়াত : ১০৫।
২০০. সূরা আল হুজুরাত, আয়াত : ৯।
২০১. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

শাখা-৫২. সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায়ের নিষেধ

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন-

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

'তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকতেই হবে যারা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। তারাই সত্যিকারের সফল।'[২০২]

আরও বলা হয়েছে-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

'তোমরাই উত্তম উম্মাত, মানুষের মধ্য থেকে বের করা হয়েছে, (তোমাদের কাজ হচ্ছে) তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করবে এবং সেই সাথে আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে।'[২০৩]

সূরা আত তাওবায় বলা হয়েছে-

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

'অবশ্যই আল্লাহ্ মুমিনদের জান মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।'[২০৪]

সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচ্ছন্ন ও পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে এ কাজ অপরিহার্য। বানী ইসরাঈল সম্প্রদায় এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করার কারণে আল্লাহ্ তাদের নিন্দা করেছেন। বলা হয়েছে-

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ـ كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

---

২০২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৪।

২০৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১০।

২০৪. সূরা আত তাওবা, আয়াত : ১১২।

'বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের প্রতি দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিশাপ করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং খুব বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছিল। তারা একে অপরকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করছিল না। যা তারা অবলম্বন করেছিল তা ছিলো অত্যন্ত খারাপ কর্মনীতি।'[২০৫]

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مَنْ رَأٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الاِيْمَانِ ـ

'তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় কাজ দেখে সে যেন হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগ করে) বন্ধ করে দেয়। যদি না পারে তাহলে যেন মুখ (এর কথা দিয়ে জনমত গঠন করে) বন্ধ করে দেয়। যদি তাও না পারে তবে মনে মনে ঘৃণা করবে। এটি হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে নিচের স্তর।'[২০৬]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন–

مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِىْ اُمَّةٍ قَبْلِىْ اِلاَّ كَانَ لَهٗ مِنْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَاخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ـ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَيَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لاَيُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ـ

'আমার আগে কোনো জাতির কাছে যে নবীকেই পাঠানো হয়েছে, তাঁর সহযোগিতার জন্য তাঁর উম্মাতের মধ্য থেকে একদল সাহায্যকারী সাথী থাকতো। তারা তাঁর সুন্নাত (নিয়মনীতি)-কে আঁকড়ে ধরতো এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলতো। এদের পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটলো, যারা বলতো ঠিকই কিন্তু তারা তা করতো না। এমন কাজ করতো যার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া

---

২০৫. সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৭৮-৭৯।

২০৬. সহীহ্ মুসলিম।

হয়নি। তাই এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে যে হাত দিয়ে (অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে) জিহাদ (সংগ্রাম) করবে সে মুমিন। যে মুখ দিয়ে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে সে মুমিন। যে অন্তর দিয়ে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে সেও মুমিন। এরপর একটি সরিষা দানা পরিমাণ ঈমানের স্তরও আর নেই।'[২০৭]

'নবী করীম (সা)-এর স্ত্রী যয়নাব (রা) বলেছেন, একদিন রাসূল (সা) ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠলেন। মলিন মুখ। তিনবার বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তারপর বললেন– আরবদের জন্য ধ্বংস, দ্রুত মন্দ তাদের গ্রাস করতে আসছে। ইয়াজুজ মাজুজের দেয়াল আজ এতটুকু ছিদ্র করে ফেলেছে। একথা বলে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলী ও মধ্যমা গোল করে ধরে দেখালেন। একথা শুনে যয়নাব (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে এত সৎ লোক থাকার পরও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন– হাঁ, যখন দুর্নীতির বিস্তৃতি ঘটবে।'[২০৮]

শাখা-৫৩. সৎ কাজে পরস্পর সহযোগিতা করা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

'তাকওয়া ও নেক কাজে তোমরা পরস্পর একে অপরের সহযোগিতা করো। তবে পাপ ও সীমালংঘনমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না।'[২০৯]

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا فَقَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذٰلِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ ـ

'তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালিম (অত্যাচারী) হোক কিংবা মাযলুম (অত্যাচারিত)। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মাযলুমকে সাহায্য

---

২০৭. সহীহ্ মুসলিম, ইবন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত।

২০৮. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২০৯. সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ২।

করার ব্যাপারটি তো বুঝলাম কিন্তু যালিমকে সাহায্য করবো কিভাবে? রাসূল (সা) বললেন, যুলম (অত্যাচার) থেকে বিরত রাখাই হচ্ছে যালিমকে সাহায্য করা।'[২১০]

শাখা-৫৪. লজ্জাশীলতা

সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন, এক ব্যক্তি তার ভাইকে লাজুক স্বভাবের জন্য তিরস্কার করছে, তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন–

دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الاِيْمَانِ ـ

'তাকে ছেড়ে দাও। মনে রেখো লজ্জা ঈমানের অংশ।'[২১১]

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন–

اِنَّ الْحَيَاءَ لاَ يَاْتِىْ اِلاَّ بِخَيْرٍ ـ

'লজ্জাশীলতা (শুধু) কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।'[২১২]

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِىْ وَجْهِهِ ـ

'রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুমারী মেয়ের চেয়েও লাজুক ছিলেন। যখন তিনি কোনো কিছু অপছন্দ করতেন তখন আমরা তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারতাম।'[২১৩]

সহীহ্ আল বুখারীতে ইবনু মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ـ

---

২১০. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২১১. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্, মুসলিম।

২১২. বাইহাকী।

২১৩. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম; বাইহাকী।

'আগের নবীগণ মানুষকে শিষ্টাচার শেখানোর যেসব কথা বলতেন, তার প্রথম কথাই ছিলো– যদি তোমার শরমই না থাকে তাহলে তুমি যা খুশী তাই করতে পার।'[২১৪]

শাখা-৫৫. মা-বাপের সাথে সদাচরণ

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ

'বাপ মায়ের সাথে ইহ্সান[২১৫] করো।'[২১৬]

وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ـ

'আমি মানুষকে উপদেশ দিয়েছি তার বাপ-মায়ের সাথে ইহ্সান (সদাচরণ) করার জন্য।'[২১৭]

সূরা বানী ইসরাঈলে বলা হয়েছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ كِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

'তোমার রব (প্রতিপালক) ফায়সালা করে দিয়েছেন, তাঁর ইবাদাত ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা যাবে না। মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমাদের মাঝে যদি তাদের কোনো একজন কিংবা উভয়ে বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তাহলে তুমি তাদেরকে উহ্ পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে তিরস্কার করবে না বরং তাদের সামনে

---

২১৪. সহীহ্ আল বুখারী।

২১৫. আদল আর ইহ্সান প্রায় কাছাকাছি অর্থবোধক শব্দ। আদল অর্থ যে যেটুকু পাবার অধিকারী তাকে যথাযথভাবে সেটুকু পাওনা বুঝিয়ে দেয়া। আর ইহ্সান অর্থ পাওনাদার কিংবা হকদারকে তার অধিকারের চেয়ে কিছু বেশী দেয়া। -অনুবাদক

২১৬. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ৮৩; সূরা আন নিসা, আয়াত : ৩৬; সূরা আল আন'আম, আয়াত : ১৫১।

২১৭. সূরা আহ্কাফ, আয়াত : ১৫।

বিশেষ মর্যাদার সাথে কথা বলবে। সারাক্ষণ বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর এই দু'আ করবে– হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি সেই রকম রহম করুন যেমন করে বাল্যকালে আমাকে প্রতিপালন করেছেন।'[২১৮]

আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

اَىُّ الْعَمَلُ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ؟ قَالَ اَلصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اَىُّ ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

'আল্লাহ্র কাছে কোন কাজটি সবচেয়ে পছন্দনীয়? তিনি বললেন, সময় মত নামায পড়া। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন– বাপ মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন– আল্লাহ্র পথে জিহাদ।'[২১৯]

শাখা-৫৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ ـ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ ـ

'তোমাদের কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করা যায় কি, তোমরা (ক্ষমতা পাওয়ার পর) মুখ ফিরিয়ে নেবে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ্র লানত, তাদেরকেই আল্লাহ্ অন্ধ ও বধির করে দিয়েছেন।'[২২০]

অন্যত্র বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ ص وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الاَرْضِ ط اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

---

২১৮. সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ২৪, ২৫।

২১৯. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২২০. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২২, ২৩।

'(বিপথগামী তো তারা) যারা আল্লাহ্র সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং যা অবিচ্ছিন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়। প্রকৃতপক্ষে ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত।'[২২১]

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُبْسَطَ لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَاَنْ يُنْسَاَ لَهٗ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحْمَهٗ ـ

'যে ব্যক্তি চায়– তার রিযিকের প্রশস্ততা হোক এবং আয়ু বেড়ে যাক তার উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা।'[২২২]

যুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ يعنى قَاطِعَ رَحْمٍ ـ

'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[২২৩]

শাখা-৫৭. সচ্চরিত্র

ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ এবং বিনয়ের সবগুলো দিকই সচ্চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর সচ্চরিত্র ঈমানের অন্যতম শাখা। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ـ

'হে রাসূল! আমি আপনাকে সর্বোচ্চ চরিত্র মাধুর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছি।'[২২৪]

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে–

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

'যারা ক্রোধকে হজম করে এবং অন্যদের মাফ করে দেয় আল্লাহ্ এ ধরনের নেক লোকদেরই ভালোবাসেন।'[২২৫]

আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অশ্লীলভাষী এবং নির্লজ্জ ছিলেন না। বরং তিনি বলতেন–

---

২২১. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৭।

২২২. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২২৩. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২২৪. সূরা আল কলম, আয়াত : ৪।

২২৫. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৪।

مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا ـ

'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে সচ্চরিত্রবান।'[২২৬]

অন্য বর্ণনায় আছে–

اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا ـ

'তোমাদের মধ্যে যে সচ্চরিত্রবান সেই আমার কাছে বেশী প্রিয়।'

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত।

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ اِلاَّ اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ اِلاَّ اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ تَعَالٰى ـ

'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দুটো বিষয়ের কোনো একটি গ্রহণের সুযোগ দিলে এবং তা গুনাহ্র বিষয় না হলে, তিনি সর্বদা অপেক্ষাকৃত সহজটিকে গ্রহণ করতেন। আর যদি তা গুনাহ্র বিষয় হতো তবে সকলের চেয়ে তিনি আরও বেশী দূরে অবস্থান করতেন। তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও কারও থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহ্র বিধান লংঘিত হলে তিনি শুধু মহান আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) জন্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।'[২২৭]

(আবু বকর আল বাইহাকী বলেন) সচ্চরিত্র বলতে মূলত আত্মার বিশুদ্ধতা বুঝানো হয়েছে। প্রশংসনীয় কাজ করা, সবকিছু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা এসব সচ্চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। সচ্চরিত্রের বিনিময়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তার অন্তরকে সৎ কাজের জন্য খুলে দেন। অসৎ কাজ থেকে হিফাযত করেন। তখন সে আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে আনন্দ পায়, নফল ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ বোধ করে। হারাম কাজ তো দূরের কথা মুবাহ্ কাজও সে পরিহার করে চলতে সচেষ্ট হয়। যখন দেখে আল্লাহ্র বান্দারা তাঁর ইবাদাতের পথ ভুলে বিপথে চলে যাচ্ছে তখন তাদরেকে সতর্ক করে এবং সুসংবাদ দেয়। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কাছে প্রার্থনা

---

২২৬. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২২৭. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

করে না, কিছু চায় না। অন্যের প্রয়োজন পূরণ করতে সদা সচেষ্ট থাকে। অসুখ বিসুখে দেখা শুনা করে। সফরে যেতে কিংবা সফর থেকে ফিরে আসতে সে তার সঙ্গী সাথীকে ফেলে আসে না। মোটকথা ব্যক্তি জীবনে, সামাজিক জীবনে এবং পারিবারিক জীবনে সর্বদা সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি মত চলার চেষ্টা করে।

সচ্চরিত্রের কিছু কিছু বিষয় মানুষ জন্মগতভাবেই পেয়ে থাকে আবার অনেক বিষয় চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। এ অর্জনের উপায় দুটো। এক. ইল্‌ম বা জ্ঞান অর্জন করা এবং দুই. সেই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল বা কাজ করা।

শাখা-৫৮. অধীনস্থদের সাথে সদাচরণ

আল্লাহ্ সুব্‌হানাহু তা'আলা বলেছেন-

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط

'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করো। তাঁর সাথে আর কাউকে অংশীদার মনে করো না। পিতামাতার সাথে সদাচরণ করো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকীনদের প্রতিও। প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি এবং আত্মীয়ের প্রতিবেশীর প্রতি, চলার সাথী এবং পথিকের প্রতি, সেইসাথে তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসীর প্রতিও দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করো।'[২২৮]

মারুর ইবনু সুয়াইদ (রা) বলেছেন, আমি আবু যার (রা) ও তার এক ক্রীতদাসকে একই রকম পোশাক পরা দেখে কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন-

اِنِّىْ سَابَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَيَّرْتَهُ بِاُمِّهٖ؟ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ

২২৮. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৩৬।

وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ مَا يُغْلِبُهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ عَلَيْهِ ـ

'আমি একবার এক লোককে অবজ্ঞা করেছিলাম, সে আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর কাছে অভিযোগ করেছিলো। রাসূল (সা) আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, তুমি কি তার মায়ের কারণে তাকে অবজ্ঞা করছো? আমি দেখছি তোমার ভেতর এখনও জাহেলিয়াত রয়ে গেছে। মনে রেখো তোমার ক্রীতদাস সেও তোমার ভাই, আল্লাহ্ তাকে তোমার অধীনস্থ করেছেন। তাই তুমি যা খাবে তোমার ভাইকেও তাই খেতে দেবে। তুমি যা পরবে তোমার ভাইকেও তাই পরাবে। তাকে দিয়ে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করাবে না। যদি করাও তুমিও তার কাজে সাহায্য করবে।'[২২৯]

শাখা-৫৯. ক্রীতদাসের উপর মনিবের অধিকার

আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدَهٗ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهٗ فَلَهٗ اَجْرُهٗ مَرَّتَيْنِ.

'যে দাস তার মনিবের কল্যাণ কামনা করবে এবং সেই সাথে তার প্রতিপালকের ইবাদাত করবে তার জন্য দুটো পুরস্কার রয়েছে।'[২৩০]

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ـ

'যে দাস পালিয়ে যায় তার থেকে (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের) যিম্মাদারী (দায়-দায়িত্ব) শেষ হয়ে যায়।'[২৩১]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَلاَتَهٗ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى مَوَالِيْهِ ـ

'পলাতক দাস যতক্ষণ পর্যন্ত তার মনিবের কাছে ফিরে না আসবে ততক্ষণ তার নামায আল্লাহ্র কাছে কবুল হবে না।'[২৩২]

---

২২৯. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২৩০. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২৩১. সহীহ্ মুসলিম, হাদীস-১৩৩।

২৩২. সুনানু আবী দাউদ।

শাখা-৬০. সন্তান ও অধীনস্থদের অধিকার

সন্তান ও পরিবার পরিজনের নেতা হচ্ছে পুরুষ ব্যক্তিটি। তার কর্তব্য হচ্ছে অধীনস্থদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা, দ্বীনি নির্দেশনা মুতাবিক তাদের পরিচালনা করা এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ـ

'হে ঈমানদারগণ! নিজেকে ও পরিবার পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।'[২৩৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (রহ) বলেছেন– কর্তা ব্যক্তিটির উচিত তাদেরকে আল্লাহ্র নির্দেশ মত চলতে বলা এবং কল্যাণমূলক শিক্ষা দান করা।

আলী (রা) বলেছেন– তাদেরকে ইল্ম ও আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ اَصَابِعَهٗ ـ

'যে ব্যক্তি দুটো মেয়েকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করলো সে আর আমি কিয়ামতের দিন এ রকম হবো। একথা বলে তিনি তাঁর আঙ্গুল মিলিয়ে দেখালেন।'[২৩৪]

শাখা-৬১. দীনি কারণে পরস্পর সম্পর্ক

দীনি সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য পারস্পরিক মহব্বত, সালাম বিনিময়, মুসাফাহা ইত্যাদির প্রচলনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

---

২৩৩. সূরা আত তাহ্রীম, আয়াত : ৬।

২৩৪. সহীহ্ মুসলিম।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ـ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা বাড়ির মালিককে সালাম না দিয়ে এবং তার অনুমতি না নিয়ে কারও ঘরে প্রবেশ করো না।'[২৩৫]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لاَتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَتُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا ـ اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ـ

'যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ মুমিন না হও। আবার (সত্যিকার) মুমিনও হতে পারবে না যতক্ষণ একে অপরকে ভালো না বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে বলবো না, কোন্ জিনিস তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবে? তা হচ্ছে একে অপরকে সালাম দেয়ার প্রচলন করা।'[২৩৬]

সহীহ্ আল বুখারীতে বলা হয়েছে, একবার কাতাদা (র) আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন–

كَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِيْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ ـ نَعَمْ ـ

'নবী করীম (সা)-এর সাহাবাগণ কি পরস্পর মুসাফাহা করতেন? তিনি বললেন– হাঁ, করতেন।'[২৩৭]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ مُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِيْ اُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّ ظِلِّيْ ـ

---

২৩৫. সূরা আন নূর, আয়াত : ২৭।

২৩৬. সহীহ্ মুসলিম।

২৩৭. সহীহ্ মুসলিম।

'মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন বলবেন, আমার জন্য যারা একে অপরকে ভালবাসতো তারা কোথায়? আমি তাদেরকে আমার আরশের ছায়ায় স্থান দেবো। আমার ছায়া ছাড়া আজ আর কোনো ছায়া নেই।'[২৩৮]

শাখা-৬২. সালামের জবাব দেয়া

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ـ

'কেউ যখন যথাযোগ্য সম্মানের সাথে তোমাদেরকে সালাম দেবে তোমরা আরও উত্তমভাবে তার জবাব দাও। অন্ততঃ অনুরূপভাবে তো দিতেই হবে।'[২৩৯]

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِى الطُّرُقَاتِ ـ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اِذَا اَبَيْتُمْ اِلاَّ الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ ـ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ ؟ قَالَ ـ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الاَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

'তোমরা রাস্তার মধ্যে বসো না। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! না বসে তো আমাদের চলে না, আমরা সেখানে বসে পরস্পর কথাবার্তা বলি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ঠিক আছে রাস্তার পাশে যখন বসবেই তখন রাস্তার হক আদায় করবে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার হক আবার কী? তিনি বললেন– দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, কারও কষ্টের কারণ না হওয়া (অর্থাৎ কাউকে বিরক্ত না করা), সালামের জবাব দেয়া, সৎ কাজের নির্দেশ এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা।'[২৪০]

---

২৩৮. সহীহ্ মুসলিম।

২৩৯. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৮৬।

২৪০. ইমাম বাইহাকী, নিজস্ব সনদে।

শাখা-৬৩. অসুস্থ ভাইয়ের খোঁজখবর নেয়া

বারাআ ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন–

اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَابْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِىْ - وَنَهَانَا حَلَقَةِ الذَّهَبِ اَوْ قَالَ خَاتِمِ الذَّهَبِ وَاٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَيْثَرَةِ وَالْقَسِىِّ وَالاِسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ -

'তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, রোগীর খোঁজখবর নিতে, জানাযার সাথে যেতে, সালামের জবাব দিতে, হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দিতে, শপথ পূরণ করতে, মযলুমের সাহায্য করতে এবং দাওয়াত কবুল করতে। আর নিষেধ করেছেন, সোনার আংটি, সোনা রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, মাযাসির (এক প্রকার নরম রেশমী কাপড়), কাস্‌সী (রেশম মিশ্রিত মিসরী এক জাতীয় কাপড়) ব্যবহার করতে, মিহি রেশমী কাপড়, মোটা রেশমী কাপড় এবং খাঁটি রেশমের তৈরী কাপড় পরতে।'[২৪১]

ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে–

عَائِدُ الْمَرِيْضِ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعُ -

'যদি কেউ অসুস্থ কোনো ব্যক্তিকে দেখতে যায় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফল সংগ্রহ করতে থাকে।'[২৪২]

শাখা-৬৪. জানাযা ও দাফন কাফনে অংশগ্রহণ করা

আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

حَقُّ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ - رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرْضَى وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ -

২৪১. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম (হাদীস-৫২১৫); সুনানু আবী দাউদ।

২৪২. সহীহ্ মুসলিম।

‘এক মুসলিমের উপর আরেক মুসলিমের পাঁচটি হক (অধিকার) রয়েছে, সালামের জবাব দেয়া, রোগী দেখতে যাওয়া, হাঁচিদাতার হাঁচির দু'আর জবাব দেয়া, জানাযার সাথে চলা এবং দাওয়াত কবুল করা।’[২৪৩]

ছাওবান (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ - اَلْقِيْرَاطُ مِثْلُ اُحُدٍ -

‘যে ব্যক্তি জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করবে তার জন্য এক কীরাত আর যে দাফনেও শরীক হবে তার জন্য দুই কীরাত। এক কীরাত (নেকী) উহুদ পাহাড় সমতুল্য।’[২৪৪]

শাখা-৬৫. হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দেয়া

আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اِذَ عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتُوْهُ فَاِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلاَ تُشَمِّتُوْهُ -

‘তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বললে তার জবাবে তোমরা ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ্’ বলবে আর যদি সে ‘আলহমাদু লিল্লাহ্’ না বলে তাহলে তোমরাও ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ্’ বলবে না।’[২৪৫]

শাখা-৬৬. কাফির মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখা

কাফির মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব না করাটাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً ط

---

২৪৩. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২৪৪. সহীহ্ মুসলিম।

২৪৫. সহীহ্ মুসলিম।

'মুমিনগণ যেন ঈমানদারদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক রূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোনও সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্য তাদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য এরূপ করলে আল্লাহ্ মাফ করবেন।'[২৪৬]

অন্য জায়গায় কাফিরদের সাথে সম্পর্ক রাখা তো দূরের কথা তাদের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط

'হে নবী! কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান, আর তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করুন।'[২৪৭]

আরও বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ط

'হে ঈমানদার লোকেরা! লড়াই করো সেইসব কাফিরদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের কাছাকাছি রয়েছে। তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়।'[২৪৮]

সূরা আল মুমতাহিনা-এ বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاۤءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ج يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ط اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِيْ ق

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি সংগ্রাম করার জন্য এবং আমার সন্তোষ লাভের আশায় বের হয়ে থাকো তাহলে আমার ও তোমাদের যারা শত্রু তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো কিন্তু যে সত্য

---

২৪৬. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৮।
২৪৭. সূরা আত তাওবা, আয়াত : ৭৩।
২৪৮. সূরা আত তাওবা, আয়াত : ১২৩।

তোমাদের কাছে এসেছে তা মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছে। রাসূল ও তোমাদের নির্বাসিত করার যে আচরণ তারা শুরু করেছে তা এজন্য যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছো।'[২৪৯]

এতো গেল দূর সম্পর্কীয় কাফিরদের কথা। এবার বলা হয়েছে যাদের সাথে রক্তের বাঁধন রয়েছে তারাও যদি কুফরী করে, তাদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক না রাখার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الاِيْمَانِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

'হে ঈমানদারেরা! নিজের পিতা এবং ভাইও যদি ঈমানের চেয়ে কুফরীকে বেশী ভালোবাসে তাদেরকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যে ব্যক্তিই এ ধরনের লোকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সেই যালিম হিসেবে গণ্য হবে।'[২৫০]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اِذَ لَقِيْتُمُ الْمُشْرِكِيْنَ فِى الطَّرِيْقِ فَلاَ تَبْدَءُوْهُمْ بِالسَّلاَمِ وَاضْطَرُّوْهُمْ اِلٰى اَضْيَقِهَا ـ

'তোমরা যদি রাস্তা চলার সময় কোনো মুশরিককে দেখ তাহলে প্রথমে তাদের সালাম দেবে না। বরং তাদেরকে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলতে বাধ্য করবে।'[২৫১]

আবু সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন–

لاَ يَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلاَّ تَقِيٌّ وَلاَ تُصَاحِبْ اِلاَّ مُؤْمِنًا ـ

'মুত্তাকী ছাড়া কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায় এবং ঈমানদার ছাড়া কেউ যেন তোমার সাথী না হয়।'[২৫২]

---

২৪৯. সূরা আল মুমতাহিনা, আয়াত : ১।

২৫০. সূরা আত তাওবা, আয়াত : ২৩।

২৫১. সহীহ্ মুসলিম।

২৫২. হাফিয সুয়ূতী এ হাদীসটি জামিউস সগীর নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান এবং হাকিম স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

শাখা-৬৭. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ع

পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের প্রতি এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, আত্মীয়ের প্রতিবেশীর প্রতি, চলার সাথী ও পথিক-মুসাফিরদের প্রতি।[২৫৩]

ইবনু আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র), কাতাদা (র), কালবী (র), মুকাতিল ইবনু হিব্বান (র) এবং মুকাতিল ইবনু সুলাইমান (র) প্রমুখ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى বলতে তোমার ও অন্যান্য প্রতিবেশীর মধ্যে যে বা যারা অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বে রয়েছে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর–

وَالْجَارِ الْجُنُبِ বলতে অপেক্ষাকৃত দূরের প্রতিবেশী বা প্রতিবেশীর প্রতিবেশীকে বুঝানো হয়েছে।

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ বলতে সফরসঙ্গী এবং বন্ধুকে বুঝানো হয়েছে।

আলী (রা), আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) এবং ইবরাহীম নখঈ (র) বলেছেন– اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ বলতে স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে। সাঈদ ইবনু যুবাইর (রা)-এর অভিমতও অনুরূপ।

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اِنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ ـ

'জিব্রীল এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এমন উপদেশ দিতে থাকলেন, ভাবলাম হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন।'[২৫৪]

---

২৫৩. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৩৬।

২৫৪. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

শাখা-৬৮. অতিথি আপ্যায়ন/মেহমানদারী

আবু শুরাইহ্ আল আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন এ হাদীসটি বলেছেন তখন আমার দু'কান তা শুনেছে এবং দু'চোখ তা দেখেছে। তিনি বলেছেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ ـ قَالُوْا وَمَا جَائِزَتُهُ ؟ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ ـ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ ـ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তার উচিত সাধ্যমত অতিথি আপ্যায়ন করা। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সাধ্যমত কথার তাৎপর্য কী? তিনি বললেন, একদিন একরাত। মেহমানদারী সর্বোচ্চ তিন দিন। এর বেশী যদি কেউ করে সেটি তার বদান্যতা। তিনি আরও বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তার উচিত ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকা।'[২৫৫]

শাখা-৬৯. দোষ গোপন রাখা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط

'যারা চায় ঈমানদারদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।'[২৫৬]

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন–

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ

---

২৫৫. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২৫৬. সূরা আন নূর, আয়াত : ১৯।

اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ ـ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

'এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে না তার উপর যুলম করতে পারে আর না তাকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয় আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের একটি কষ্ট দূর করে দেয় এর বিনিময়ে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার কষ্টসমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করে রাখবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।'[২৫৭]

শাখা-৭০. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ـ

'তোমরা নামায ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর। তবে কাজটি বেশ কঠিন কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিতপ্রাণ তাদের জন্য অবশ্য কঠিন নয়।'[২৫৮]

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা আরও বলেন–

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ لا قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ـ

'যারা ধৈর্য ধরে সুসংবাদ তাদের জন্য। যখন তাদের উপর কোনো মুসিবত আসে তখন তারা বলে– আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে

২৫৭. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২৫৮. সূরা আলে ইমরান।

হবে। তাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে এবং রহমত। প্রকৃতপক্ষে এরাই সঠিক পথে রয়েছে।'[২৫৯]

সূরা আয যুমারে বলা হয়েছে–

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

'যারা ধৈর্যশীল তাদের জন্য রয়েছে এমন বিনিময় যার কোনো হিসেবই নেই।'[২৬০]

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে–

جَاءَ اُنَاسٌ مِنَ الاَنْصَارِ فَسَئَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَاهُمْ قَالَ فَجَعَلَ لاَ يَسْئَلُهُ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اِلاَّ اَعْطَاهُ حَتّٰى نَفَدَ مَا عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حِيْنَ اَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مَايَكُوْنُ عِنْدَنَا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ نَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ فَاِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفُّ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَلَنْ يُعْطُوْا عَطَاءً خَيْرًا وَ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ـ

আনসারদের কতিপয় লোক রাসূল (সা)-এর কাছে সাহায্য চাইলো, তিনি তাদেরকে দিলেন। তারা আবার চাইলো, তিনি আবার তাদেরকে দিলেন। এমনকি তার কাছে যা ছিলো সবই শেষ হয়ে গেল। সবকিছু দান করার পর তিনি তাদেরকে বললেন– যা আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না। যে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ্ তাকে পবিত্র রাখেন। যে ব্যক্তি কারও মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ্ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ্ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম আর প্রশস্ত কোনো কিছু কাউকে দেয়া হয়নি।[২৬১]

আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) বলেছেন–

دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا

---

২৫৯. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭।

২৬০. সূরা আয যুমার, আয়াত : ১০।

২৬১. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

شَدِيْدًا فَقُلْتُ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكَ الرَّجُلَيْنِ فَقَالَ اَجَلْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذٰلِكَ بِاَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ قَالَ اَجَلْ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سَوَاهُ اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ـ

'একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি ভীষণ অসুস্থ। বললাম, আমার মনে হয় আপনার অসুস্থতা দু'জনের সমান। তিনি স্বীকার করলেন এবং বললেন, আশা করি আমি এজন্য দ্বিগুন পুরস্কার পাবো। তারপর বললেন, কোনো মুসলিমের উপর বিপদ মুসিবত কিংবা অসুস্থতা তার গুনাহ্ মাফের কারণ ছাড়া আসে না। গাছের শুকনো পাতা যেমন ঝরে যায় তেমনিভাবে মুমিনের কষ্টের কারণে তার গুনাহ্গুলোও ঝরে যায়।'[২৬২]

শাখা-৭১. দুনিয়ার মোহমুক্তি (যুহুদ) ও পরিমিত আশা

দুনিয়ার নশ্বরতা সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ج فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا ج

'এরা কি শুধু কিয়ামতের অপেক্ষায় রয়েছে যে, সহসা তা তাদের উপর এসে পড়বে? তার নিদর্শন তো এসেই পড়েছে।'[২৬৩]

আনাস ইবনু মালিক এবং সাহ্ল ইবনু সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَاَشَارَ بِاُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ الْوُسْطٰى ـ

'আমি এবং কিয়ামত এরূপ দূরত্বে, একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দুটো একত্রিত করে দেখালেন।'[২৬৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আর বলেছেন–

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ـ

---

২৬২. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।
২৬৩. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ১৮।
২৬৪. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

'আল্লাহ্ প্রদত্ত দুটো নিয়ামাত অধিকাংশ মানুষকেই বিভ্রান্ত করে ছাড়ে। একটি সুস্বাস্থ্য বা সুস্থতা অপরটি অবকাশ।'[২৬৫]

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন–

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ ـ

'নিঃসন্দেহে দুনিয়া খুবই আকর্ষণীয় ও সবুজ শ্যামল। আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি দেখতে চান তোমরা কী করো। কাজেই তোমরা দুনিয়া এবং নারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। বানী ইসরাঈলের বিপর্যয় শুরুই হয়েছিলো নারী দিয়ে।'[২৬৬]

শাখা-৭২. আত্মসম্মানবোধ

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ـ

'হে ঈমানদারগণ! নিজে বাঁচো এবং অধীনস্থদের বাঁচাও সেই আগুন থেকে যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর।'[২৬৭]

সূরা আন নূরে বলা হয়েছে–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ـ

'হে নবী! আপনি মুমিন মহিলাদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।'[২৬৮]

---

২৬৫. সহীহ্ আল বুখারী; জামি আত তিরমিযী; নাসাঈ; ইবনু মাজা।

২৬৬. সহীহ্ মুসলিম।

২৬৭. সূরা আত তাহ্রীম, আয়াত : ৬।

২৬৮. সূরা আন নূর, আয়াত : ৩১।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَغَارُ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ اَنْ يَأْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَزَّوَ جَلَّ عَلَيْهِ ـ

'আল্লাহ্‌রও আত্মসম্মানবোধ আছে এবং মুমিনেরও আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। আল্লাহ্‌র আত্মসম্মানে তখনই বাধে যখন একজন মুমিন এমন কাজে লিপ্ত হয় যা তিনি হারাম করেছেন।'[২৬৯]

উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে বলা হয়েছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِى الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ اَخِىْ اُمِّ سَلْمَةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَانِّىْ اُدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلاَنِ فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلْنَ هٰؤُلاَءِ عَلَيْكُمْ ـ

'রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাড়িতে থাকা অবস্থায় একদিন এক নপুংসক (হিজড়া) বাড়িতে এসেছিল (নপুংসক বিধায় সে অন্দর মহলেও প্রবেশ করতো)। সে উম্মু সালামার (রা) ভাই আবদুল্লাহকে বললো, আগামীকাল যদি তায়েফ বিজয় হয় তাহলে তুমি গায়লানের কন্যাকে আয়ত্তে নেবে। তার এমন ফিগার যে পেটে চারটি ভাঁজ পড়ে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিবারকে বলে দিলেন, তোমরা আর কখনও তাকে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে দেবে না।'[২৭০]

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اَلْغَيْرَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَاِنَّ الْمِذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ ـ

'আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টি হয় ঈমান থেকে আর লৌকিকতা সৃষ্টি হয় মুনাফিকী থেকে।'[২৭১]

---

২৬৯. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২৭০. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২৭১. বাইহাকী।

শাখা-৭৩. অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ -

'মুমিনরা তো সফল হয়ে গেছে। তারা নামাযে বিনয়ী এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করে চলে।'[২৭২]

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا -

'আর তারা মিথ্যার সাক্ষী হয় না। কোনো অর্থহীন বিষয়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলে ভদ্র মানুষের মতই অতিক্রম করে।'[২৭৩]

সূরা আল কাসাস-এ বলা হয়েছে–

وَاِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ -

'তারা যদি অর্থহীন কিছু শুনতে পায়, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'[২৭৪]

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ اَلْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ -

'ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে একজন মুমিন অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ করবে।'[২৭৫]

শাখা-৭৪. বদান্যতা ও দানশীলতা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ -

---

২৭২. সূরা আল মুমিনূন, আয়াত : ১, ২, ৩।

২৭৩. সূরা আল ফুরকান, আয়াত : ৭২।

২৭৪. সূরা আল কাসাস, আয়াত : ৫৫।

২৭৫. জামি আত তিরমিযী; সুনান ইবনু মাজা।

‘তোমরা আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুতগতিতে চল, যার বিস্তৃতি আসমান জমিনের সমান। যা মূলত, মুত্তাকীদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা সচ্ছল বা অসচ্ছল উভয় অবস্থাতেই নিজেদের সম্পদ খরচ করে।’[২৭৬]

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ

‘তাদেরকেও আল্লাহ্ পসন্দ করেন না যারা নিজেরা কৃপণতা করে এবং অন্যদেরও কার্পণ্য করতে বলে। আর আল্লাহ্ নিজ দয়ায় যা দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে। এরূপ অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্য আমি অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।’[২৭৭]

وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ط

‘যে কৃপণতা করে সে প্রকৃতপক্ষে নিজের সাথেই কৃপণতা করে।’[২৭৮]

সূরা আল হাশর-এ বলা হয়েছে–

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

‘যাদের অন্তর সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই প্রকৃতপক্ষে সফল।’[২৭৯]

আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন–

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

‘প্রতিদিন দু’জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলতে থাকেন– হে আল্লাহ্ যিনি অন্যকে দান করেন আপনিও তাকে দান করুন। আর যে কৃপণতা করে আপনি তাকে দান করা থেকে বিরত থাকুন।’[২৮০]

---

২৭৬. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৩, ১৩৪।
২৭৭. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৩৭।
২৭৮. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ৩৮।
২৭৯. সূরা আল হাশর, আয়াত : ৯; সূরা আত তাগাবুন, আয়াত : ১৬।
২৮০. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

শাখা-৭৫. ছোটদের স্নেহ ও বড়োদের সম্মান করা

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى -

'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র নয় আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করেন না।'[২৮১]

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

جَعَلَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِأَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ وَاَنْزَلَ فِى الاَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلاَئِقُ حَتّٰى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ اَنْ تُصِيْبَهُ -

'আল্লাহ্ তা'আলা দয়াকে একশ' ভাগে ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ নিজের জন্য রেখে এক ভাগ গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। সেইটুকু দয়ার কারণেই ঘোড়া সতর্কতার সাথে তার পা রাখে যেন নবজাতক বাচ্চার উপরে গিয়ে তা না পড়ে।'[২৮২]

আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا -

'আমাদের মধ্যে যারা ছোট তাদের প্রতি যে দয়া করে না এবং আমাদের মধ্যে যারা বড়ো তাদেরকে যথাযথ সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[২৮৩]

অন্য হাদীসে ইমামত সম্পর্কে বলা হয়েছে–

'তোমাদের মধ্যে যে বেশী বয়স্ক সেই ইমাম হবে।'

শাখা-৭৬. পরস্পর সংশোধন

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

لاَ خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوٰهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ

২৮১. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২৮২. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২৮৩. সহীহ্ মুসলিম; সুনানু আবী দাউদ।

اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۔

'লোকদের গোপন শলাপরামর্শে কোনো কল্যাণ থাকে না, তবে কেউ যদি কাউকে দান খয়রাতের উপদেশ দেয় কিংবা কোনো ভালো কাজের জন্য অথবা লোকদের পরস্পরের কাজকর্ম সংশোধনের নিমিত্তে কাউকে কিছু বলা হয় তা অবশ্যই ভালো কথা। আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য যে এরূপ করবে আমরা তাকে খুব বড়ো প্রতিফল দেবো।'[২৮৪]

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ۔

'মুমিনগণ তো পরস্পরের ভাই। অতএব তোমার ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও।'[২৮৫]

উম্মু কুলসুম বিনতু উকবা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি–

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِىْ خَيْرًا ۔

'পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কেউ যদি অসত্য কথাও বলে তবে সে মিথ্যেবাদী নয়।'[২৮৬]

তিনি আরও বলেন, আমি কোনো বিষয়ে তাকে মিথ্যে বলার অনুমতি দিতে শুনিনি শুধু তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া– ১. যুদ্ধের সময়, ২. পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এবং ৩. স্ত্রীর মনোরঞ্জনের (কিংবা অভিমান ভাঙার) জন্য।[২৮৭]

শাখা-৭৭. নিজের যা পছন্দ অপরের জন্য তাই পছন্দ করা

নিজের জন্য যা পছন্দ অপরের জন্য তাই পছন্দ করা এবং যে জিনিস নিজের

---

২৮৪. সূরা আন নিসা, আয়াত : ১১৪।

২৮৫. সূরা আল হুজুরাত, আয়াত : ১০।

২৮৬. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২৮৭. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

অপছন্দ অপরের জন্যও তা অপছন্দ করা, এমনকি কারও যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য কষ্টদায়ক কোনো বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়াও ঈমানের অন্যতম অংশ।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ - وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ -

'ঈমানের ষাটটি কিংবা সত্তরটি শাখা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই'– একথার স্বীকৃতি দেয়া আর সর্বনিম্ন স্তরের শাখা হচ্ছে– রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। লজ্জাও ঈমানের অংশ।'[২৮৮]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন–

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

'তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তোমার জন্য যা পছন্দ করো তোমার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করবে।'[২৮৯]

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন–

بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

'আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করবো, যাকাত আদায় করবো এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করবো এই শর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি।'[২৯০]

সমাপ্ত

---

২৮৮. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

২৮৯. সহীহ্ আল বুখারী।

২৯০. সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।